Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

# তাকওয়া


তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

লাবনী আক্তার

রোলঃ 227021626



৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

## রিসার্চের বিষয়ঃ

## তাকওয়া

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

লাবনী আক্তার

রোলঃ 227021626

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

**প্রত্যয়ন পত্র**

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ তাকওয়া ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে লাবনী আক্তার, আইডিঃ 227021626 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

# ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ তাকওয়া ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

লাবনী আক্তার

(স্বাক্ষর)

**লাবনী আক্তার**

আইডিঃ 227021626

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

# সূচিপত্র


তাকওয়ার পরিচয় ... 5

তাকওয়ার শাব্দিক অর্থসমূহ ... 5

তাকওয়ার পারিভাষিক অর্থ ... 5

তাকওয়ার অবস্থান ... 7

অন্যান্য নবীর উম্মতদেরকে তাকওয়ার আদেশ ... 9

তাকওয়া অবলম্বন করার আদেশ দেয়ার উদ্দেশ্য ... 10

তাকওয়া: পরকালের শ্রেষ্ঠ পাথেয় ... 12

সর্বাধিক ভয় পাওয়ার যোগ্য: আল্লাহ তা'আলা ... 13

কালিমাতুত তাকওয়া ... 15

তাকওয়ার জন্য আবশ্যকীয় বিষয় ... 16

মুত্তাকীদের পরিচয় ... 18

তাকওয়ার গুরুত্ব ও ফজিলত ... 24

তাকওয়া অবলম্বনকারীদের সুখ ... 24

প্রতিদান প্রাপ্তি ... 26

আল্লাহর সঙ্গলাভ ... 26

তাকওয়ায় সিদ্ধি লাভ ... 27

আসমানি বারাকাহ লাভ ... 28

তাকওয়া শত্রুর অনিষ্ট থেকে প্রতিরক্ষার মাধ্যম ... 28

প্রত্যেক সংকীর্ণতা থেকে উদ্ধার এবং প্রশস্ত রিজিকের সুসংবাদ ... 30

পূত পবিত্র সঙ্গিনী লাভ ... 30

দলবদ্ধভাবে জান্নাতে প্রবেশ এবং জান্নাতের দরজায় স্বাগতম ... 31

দূরদৃষ্টি  এবং ক্ষমা লাভ ... 32

তাকওয়া সুসংবাদ বয়ে আনে ... 32

তাকওয়া শুভ পরিণাম বয়ে আনে ... 33

কিয়ামত দিবসে তাকওয়াবানদের বন্ধুত্ব অটুট থাকবে ... 33

তাকওয়াবানরাই আল্লাহর ওলি ... 34

ইমান ও হেদায়েতের নূর লাভ....................................................................................... 35
কুরআন থেকে হিদায়াতপ্রাপ্তির মাধ্যম ........................................................................... 35
উপকারী ইলম লাভের মাধ্যম ..................................................................................... 35
দুনিয়াতে হেদায়েতের উপর প্রতিষ্ঠিত আর আখিরাতে সফলকাম ............................................ 36
আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্যের সুসংবাদ......................................................................... 36
গুনাহ মাফ এবং মহাপুরস্কারের সুসংবাদ........................................................................ 37
মাগফিরাতের সুসংবাদ ............................................................................................. 37
সকল কাজে সহজতা................................................................................................ 38
তাকওয়া দুনিয়ার আজাব থেকে মুক্তির মাধ্যম................................................................. 38
সম্মান-মর্যাদা লাভের মাধ্যম ...................................................................................... 39
কবূলিয়্যাতের মাধ্যম ............................................................................................... 39
শ্রেষ্ঠত্ব লাভের মাধ্যম তাকওয়া.................................................................................... 40
মুত্তাকীরা শাস্তির ভয় থেকে মুক্ত থাকবে........................................................................ 40
জান্নাতে বিভিন্ন নিআমত এবং আল্লাহর দীদার লাভ ......................................................... 41
চূড়ান্ত সাফল্য তাকওয়াবানদের জন্যই........................................................................... 41
তাকওয়াবানদের দয়াময় রবের নিকট মেহমানরূপে সমবেত করা হবে.................................... 41
সুখময় জান্নাতের অধিকারী হবে মুত্তাকীরা ..................................................................... 42
জান্নাতে তাকওয়াবানরা তাদের পছন্দ অনুযায়ী সবকিছুই পাবে .......................................... 43
পবিত্র কুরআনে তাকওয়া অবলম্বনের আদেশ................................................................... 43
পবিত্র হাদিসের কিতাবগুলোতে তাকওয়া অবলম্বনের আদেশ.............................................. 45
তাকওয়ার ব্যাপারে সালাফদের বক্তব্য........................................................................... 47
তাকওয়া অর্জনের উপায় .......................................................................................... 52
তাকওয়ার কিছু আলামত........................................................................................... 55
তাকওয়া অবলম্বনের ঘটনা ........................................................................................ 57
উপসংহার .............................................................................................................. 59
সূত্র:...................................................................................................................... 60

# তাকওয়ার পরিচয়

## তাকওয়ার শাব্দিক অর্থসমূহ

ইবনু আরাবি রাহিমাহুল্লাহু বলেন- تقاة تقية এবং تقوى একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইবনু মানযুর বিষয়টিকে স্পষ্ট করে বলেন-

- وقاه الله وقيا ووقاية এর অর্থ হল صانه অর্থাৎ আল্লাহ হিফাজত করেছেন। তাকে বাঁচিয়েছেন। উদাহরণতঃ আপনি যখন বলবেন, وقيت الشيء أقيه (আমি অমুক জিনিসকে সংরক্ষণ করে নিয়েছি।) অর্থাৎ তাকে কষ্ট থেকে বাঁচালাম এবং তার সংরক্ষণ করলাম। توقى এবং تقى। এর অর্থ একই। الوقاية - الوقاء এর ব্যবহার তখন হয় যখন আপনি কোন জিনিসের হেফাজত করেন। যেমন উক্তি আছে-

وقاك الله شر فلان وقاية

আল্লাহ তাআলা তোমাকে অমুক ব্যক্তির অনিষ্ট থেকে বাঁচিয়েছেন। তোমাকে হেফাজত করেছেন।

আবু বকর বলেন, رجل تقي (পরহেযগার ব্যক্তি) এর বহুবচন أتقياء আসে। এর অর্থ হল- সে নিজের নফসকে নেক আমলের মাধ্যমে গুনাহে লিপ্ত হওয়া এবং আজাব থপকে বাঁচিয়েছে।

## তাকওয়ার পারিভাষিক অর্থ

আবদুল্লাহ ইবনু বাজ রাহিমাহুল্লাহু বলেন, তাকওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য হল- আল্লাহর ইবাদত করা। তাঁর আদেশসমূহের অনুসরণ করা। নিষেধসমূহ থেকে বিরত থাকা। তাঁর নিয়ামাত অর্জনের আশা। তাঁর সম্মানিত বিষয়কে সম্মান করা। আল্লাহ ও তার রাসুলকে ভালবাসা। শরয়িভাবে এটি হল তাকওয়ার পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা। অতএব, তাকওয়া অর্জিত হবে মহান আল্লাহর ইবাদত করার মাধ্যমে ও শরিয়তের আবশ্যকীয় ও মুস্তাহাব আমলসমূহ করা এবং শরিয়ত কর্তৃক নিষিদ্ধ ও অপছন্দনীয় আমলগুলো পরিহার করার মাধ্যমে। যা প্রকাশ পাবে আল্লাহর ভয় ও আশা এবং তার মহব্বতের আকৃতিতে। আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ

অর্থ: শুধু  আমাকেই ভয় কর।( সূরা বাকারা:৪১)

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন-

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ

অর্থ: আর তোমরা সেদিনের ব্যাপারে ভয় কর, যেদিন তোমরা আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে।( সূরা বাকারা:২৮১)
অর্থাৎ, তাকওয়া হল আল্লাহ ভীতি, পরহেযগারি। তাকওয়ার গুণে গুণান্বিত হওয়া প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপরিহার্য। তাকওয়া ধারণকারী মুমিনই পারে সকল ধরণের গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে।তাকওয়া অবলম্বন ছাড়া দ্বীনের উপর কিছুতেই টিকে থাকা সম্ভব না। তাকওয়াহীন ব্যক্তি হারিয়ে যায় ফিতনার অতল গহ্বরে। বস্তুত মুমিন বান্দা গোপনে কিংবা প্রকাশ্যে যে অবস্থায় যেখানেই থাকুক না কেন দ্বীনের উপর অটল থাকতে হলে প্রতিটি মুহুর্তে তাকে তাকওয়া অবলম্বন করে চলতে হয়। পবিত্র কুরআন ও হাদিসে বহু স্থানে তাকওয়া অবলম্বনের উপর গুরুত্বারোপ করে অনেক নির্দেশনা বর্ণিত হয়েছে। তাকওয়া অবলম্বনের আদেশ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা তাঁর মুমিন বান্দাদের বলেছেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ

অর্থঃ হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যথাযথ ভয়। আর তোমরা মুসলমান হওয়া ছাড়া মারা যেও না। ( সূরা আলে  ইমরান ১০২)

আল্লাহ তা'আলাকে পূর্ণরূপে ভয় করার অর্থ এই যে, তাঁর আনুগত্য স্বীকার করতে হবে, অবাধ্য হওয়া যাবে না, তাকে সদা স্মরণ করতে হবে, কোন সময়েই তাকে ভুলে যাওয়া চলবে না। তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে, কৃতঘ্ন হতে পারবে না।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ )

অর্থ: যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁর শাস্তি থেকে বেঁচে থাকে, তারাই সফলকাম। (সুরা আন-নূর: ৫২)
এই আয়াতে তাকওয়া শব্দটি গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার অর্থে এসেছে। বস্তুত এটাই হল তাকওয়ার পারিভাষিক অর্থ।

তাকওয়ার পারিভাষিক অর্থ বর্ণনায় উলামায়ে কিরাম অনেক সঙ্গা প্রদান করেছেন। ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেন,

'আল্লাহর নির্দেশিত কর্ম সম্পাদন এবং তাঁর নিষিদ্ধ কর্ম বর্জন করার নাম তাকওয়া।
'

ইবনুল কাইয়িম রহ. বলেন,

'তাকওয়ার মূল কথা হলো, ইমানের সাথে সাওয়াবের আশায় আল্লাহর আনুগত্য করা। তাঁর আদেশ-নিষেধগুলো পালন করা। আদেশদাতা আল্লাহর প্রতি ইমান এনে ও তাঁর ওয়াদাকে সত্যায়ন করে আদিষ্ট বিধান পালন করা এবং নিষেধকারী আল্লাহর প্রতি ইমান এনে ও তাঁর শাস্তির ধমককে ভয় করে নিষিদ্ধ কর্ম পরিত্যাগ করা।'
ইবনে কাসির (রহ.) বলেন,
'ইবাদাতে অনুগত হওয়া এবং নিষিদ্ধ কর্ম থেকে বিরত থাকার নাম তাকওয়া।'

আবুস সাউদ (রহ.) বলেন,
আখিরাতের ক্ষতি টেনে এমন প্রত্যেক বিষয় থেকে আত্মরক্ষা করার নামই তাকওয়া।'

## তাকওয়ার অবস্থান

তাকওয়ার স্থান হল অন্তর। সমস্ত আমল যেমন সালাত, যাকাত, সাওম, সদাকাহ, সবর, অঙ্গীকার করা ইত্যাদি তখনই পালন করা সহজ হবে যখন আল্লাহর ভশ, তাঁর মহত্ত্ব ও বড়ত্ব এবং তাঁর সম্মান অন্তরে বদ্ধমূল থাকবে।

যদি অন্তরের নিয়ত অনুসারে আমল করা না হয়ে থাকে, তাহলে তাকওয়া অর্জিত হওয়া অসম্ভব। সুতরাং যে বান্দা ধন-সম্পদ খরচ করে, কিন্তু সে ঐ আমল-এর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি চায় না, অনুরূপভাবে লোক- দেখানো সালাতা২৪। আদায় করে, নিজের ব্যক্তিত্বের জন্য কিংবা মান- মর্যাদার জন্য অঙ্গীকার পুরা করে, তাহলে এমন আমলের মাধ্যমে সামান্যতম তাকওয়াও অর্জিত হতে পারে না। কেননা, তাকওয়ার আসল স্থান হল অন্তর। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেন-

وَتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

অর্থ: তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা তা জানেন যা তোমাদের অন্তরে রয়েছে। ( সূরা মায়িদা: ০৭)

উপর্যুক্ত আয়াতে কারিমার মধ্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁর মুমিন বান্দাদেরকে সর্বদা তাকওয়া অবলম্বন করার আদেশ করে ঘোষণা করছেন যে, তাদের অন্তরের মাঝে গোপন রহস্য ও সুক্ষ্ম কথা রয়েছে সেগুলোর ব্যাপারেও তিনি অবগত।
রাসুল (সা.) বলেন, ‘মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই। সে তার ওপর জুলুম করে না। তাকে সঙ্গীহীন ও সহায়হীনভাবে ছেড়ে দেয় না। সে তার কাছে মিথ্যা বলেনা ও তাকে অপমান করে না।’ এরপর তিনি নিজের বুকের দিকে ইশারা করে বলেন, ‘তাকওয়া হচ্ছে এখানে।’ (সহিহ মুসলিম : ২৫৬৪)। অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহ তা'আলা শারীরিক আকৃতি দেখেন না বরং দেখেন অন্তরের মাঝে কী আছে।
হাদিস শরিফে এসেছে, সাইয়িদুনা আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَخْرٍ :قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الله لا يَنْظُرُ إِلى أَجْسامِكُم، وَلَا إِلَى صُوَرِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ.

'আল্লাহ তাআলা তোমাদের শরীরের দিকে দৃষ্টিপাত করেন না, এবং তোমাদের আকৃতির প্রতিও ভ্রুক্ষেপ করেন না, বরং তিনি তোমাদের অন্তরের দিকে দৃষ্টিপাত করেন।' (সহিহ মুসলিম:২৫৬৪)

আল্লাহ তাআলা সাহাবাদের হাদি (কুরবানির পশু) সম্পর্কে বলেন-

لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ

অর্থ: এগুলোর গোশত ও রক্ত আল্লাহর নিকট পৌঁছে না, কিন্তু পৌঁছে তাঁর নিকট তোমাদের তাকওয়া।(সূরা হাজ্জ: ৩৭)

আল্লাহ তাআলার নিকট গোশত, চামড়া ও রক্ত এসব পৌঁছে না বরং তার নিকট শুধু বান্দার অন্তরে যা রয়েছে অর্থাৎ তাকওয়া পৌঁছে। বান্দা হাদি ও কুরবানির পশু যবাই করে মহা পরাক্রমশালী রবের এর সম্মানার্থে।
চারদিকে অপরাধ আর তাগুতি শক্তি আমাদের ঈমানকে ছিঁড়ে ফেলছে, ক্ষতবিক্ষত করে দিচ্ছে এর থেকে ঈমান বাঁচাতে হলে সাবধানে চলতে হবে। অন্তরে রাখতে হবে আল্লাহর ভয়। আর এই ভয় তৈরি করে দেহের মধ্যে লুক্কয়িত একটি গোশতপিণ্ড। এটা যদি ভালো থাকে তাহলে ঈমান ভালো হয়ে যায় আর তাকওয়া জীবন্ত হয়।

## অন্যান্য নবীর উম্মতদেরকে তাকওয়ার আদেশ

তাকওয়াই ইবাদাতের মূল প্রাণ। তাকওয়া থেকে উদ্ভূত হয় অন্য সব মহৎ গুণ। সর্বযুগে সকল উম্মতের জন্যই ছিল তাকওয়া অবলম্বনের আদেশ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ

অর্থ: অবশ্যই তোমাদের আগে যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছিল তাদের এবং তোমাদের আমি এ আদেশ দিয়েছি যে, আল্লাহকে ভয় করো।(সুরা আন-নিসা: ১৩১)

ইমাম কুরতুবি (রহ.) বলেন, তাকওয়ার আদেশ ব্যাপকভাবে সকল উম্মতের জন্যই ছিল।

## তাকওয়া অবলম্বন করার আদেশ দেয়ার উদ্দেশ্য

তাকওয়া অবলম্বন করা ইবাদাতের মহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। মানুষকে তাকওয়া অবলম্বন করার আদেশ দেয়ার উদ্দেশ্য হল, এই আদেশ আল্লাহ তাআলার আনুগত্য ও ইবাদত সম্পর্কিত আমল করা এবং তার অবাধ্যতা ও নাফরমানীমূলক কাজ পরিত্যাগ করার প্রতি উৎসাহ দিচ্ছে। আর এটাই হল-সুস্পষ্ট কুরআনি পদ্ধতি।

যেমন আল্লাহ তা'আলা কুরআন কারিমে তাকওয়া অবলম্বন করার আদেশ দিয়েছেন এবং পাশাপাশি সুদকে পরিত্যাগ করারও আদেশ দিয়েছেন। অতঃপর অন্য আয়াতে চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ নেওয়াকেও নিষেধ করে দিয়েছেন এবং সাথে সাথে দ্বিতীয়বার তাকওয়া অবলম্বন করার আদেশ দেয়া হয়েছে। পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে-

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا تَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

অর্থ: হে ইমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যে সমস্ত বকেয়া আছে, তা পরিত্যাগ কর। যদি তোমরা ইমানদার হয়ে থাক। ( সূরা বাকারাহ: ২৭৮)

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبوا أَضْعَافًا مُّضَعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

অর্থ: হে ইমানদারগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়ো না। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক। যেন তোমরা কল্যাণ অর্জন করতে পারো।( সূরা আলে ইমরান: ১৩০)

একইভাবে, আল্লাহ তাআলা গুনাহ, অবাধ্যতা, সীমালজ্ঘনের কাজে সাহায্য করতেও নিষেধ করেছেন এবং তাকওয়া অবলম্বন করার আদেশ করেছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

অর্থ: পাপ ও সীমালজ্ঘনের ব্যাপারে তোমরা একে অন্যের সহায়তা করো না। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা আজাব প্রদানে কঠোর।(সূরা মায়িদা: ০২)

তদ্রুপ আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সত্য ও সঠিক কথা বলার আদেশ দিয়েছেন এবং কথা বলার পূর্বে আদেশ দিয়েছেন তাকওয়া অবলম্বন করতে। তাই তো আল্লাহ তাআলা বলেন-

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

অর্থ: হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল।( সূরা আহযাব: ৭০)

# তাকওয়া: পরকালের শ্রেষ্ঠ পাথেয়

দুনিয়াতে আমাদেরকে পরকালীন সফরের জন্য পাথেয় সংগ্রহের জন্য মহান আল্লাহ তাআলা আদেশ দিয়েছেন। আর জানিয়ে দিয়েছেন যে, আখিরাতের জন্য আমরা যে পাথেয় সংগ্রহ করছি তন্মধ্যে সর্বোত্তম পাথেয় হল তাকওয়া বা খোদাভীতি। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ

অর্থ: আর তোমরা পাথেয় সাথে নিয়ে নাও। নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম পাথেয় হচ্ছে আল্লাহর ভয়। হে বুদ্ধিমানগন! আর আমাকে ভয় করতে থাক।( সূরা বাকারা: ১৯৭)

বস্তুত তাকওয়া হল, পরকালীন জীবনের জন্য সর্বোত্তম অবলম্বন। অতএব কিয়ামতের দিন যে ব্যক্তি স্বচ্ছ ও নির্ভেজাল ইমান এবং নেক আমল নিয়ে আসবে, আর তার নেক আমল বদ আমল থেকে বেশি প্রাধান্য পাবে, তাহলে আল্লাহ তাআলা তাকে বিরাট অংশ দান করবেন। প্রতিদান দিবসে সে সফলকাম ও সৌভ্যাগ্যবান হবে। বান্দার জন্য অত্যাবশ্যক হল পরকালীন সফরের জন্য সদা-সর্বদা প্রস্তুত থাকা। কেননা, কারো জানা নেই কখন মৃত্যু চলে আসবে। মৃত্যু কাউকে না জানিয়ে অকস্মাৎ এসে হানা দেয়। তাই তাকওয়াকেই আমাদের পাথেয় বানিয়ে নিতে হবে। আমরা জানি না যে, যখন রাত আচ্ছাদিত হয়ে যায় তখন আমরা ফজর পর্যন্ত জীবিত থাকব কিনা। কত সুস্থ সবল ব্যক্তি অসুস্থতা ছাড়াই মৃত্যুবরণ করছে আবার কত অসুস্থ ব্যক্তিগণ লম্বা সময় জীবিত ছিলেন। তাই সর্বদাই তাকওয়ার পোশাক পরিধান করে মৃত্যুর জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। কেননা তাকওয়ার পোশাকই সর্বোত্তম পোশাক। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআন মাজিদে বলেছেন,

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِيْ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًا ۗ وَلِبَاسُ التَّقْوٰي ۙ ذٰلِكَ خَيْرٌ ۗ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ

অর্থ: হে বনী আদম! আমি তোমাদের জন্য পোশাকের ব্যবস্থা করেছি, যা তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করে এবং তা (তোমাদের জন্য) শোভাস্বরূপ। বস্তুত, তাকওয়ার যে

পোশাক সেটাই সর্বোৎকৃষ্ট। এগুলো আল্লাহর নিআমতরাজির অন্যতম। যেন তারা উপদেশ গ্রহণ করে। (সূরা আ'রাফ : ২৬)

উপরোক্ত আয়াতে কারীমায় লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, আল্লাহ তাআলা বাহ্যিক পোশাকের বাইরে আরেকটি পোশাকের কথা উল্লেখ করেছেন। আর তা হচ্ছে, 'লিবাসুত তাকওয়া' বা তাকওয়ার পোশাক। সাথে একথাও বলে দিয়েছেন যে, বাহ্যিক পোশাকের চেয়ে লিবাসুত তাকওয়াই অধিক উৎকৃষ্ট। কারণ বাহ্যিক পোশাক তো কেবল গরম বা ঠান্ডার তীব্রতা থেকে আমাদের রক্ষা করতে পারে।

পক্ষান্তরে, লিবাসুত তাকওয়া মুমিনদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবে। তাছাড়া দুনিয়াবী পোশাক সর্বোচ্চ দুনিয়ায় অল্প কিছুদিনের জন্য কাজে আসবে। অথচ লিবাসুত তাকওয়া এমন পোশাক, যেটা দুনিয়াতেও মুমিনদেরকে সকল অনিষ্ট থেকে হেফাযত করবে, আবার পরকালেও সেটা কাজে দেবে।

## সর্বাধিক ভয় পাওয়ার যোগ্য: আল্লাহ তা'আলা

আল্লাহ তাআলাই সবচে' বেশী ভয় পাওয়ার যোগ্য। তাকে ছাড়া আর কাউকে ভয় করতে হবে না। তিনিই তো আহলুত তাকওয়া। কেবলমাত্র তাঁকেই ভয় করতে হবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ

অর্থ: তারা স্মরণ করবে না, কিন্তু যদি আল্লাহ চান। তিনিই ভয়ের যোগ্য এবং ক্ষমার অধিকারী।( সূরা মুদ্দাচ্ছির: ৪৬)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় সাইয়িদুনা ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন-

هُوَ أَهْلُ لتَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ

এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল-ভয় পাওয়ার যোগ্য একমাত্র আল্লাহ তাআলাই। আল্লাহকেই ভয় করতে হবে। যদি তুমি অবাধ্যতাও করো, তবুও ক্ষমা করার একমাত্র অধিকার আল্লাহ তাআলার কাছেই রয়েছ। তিনিই ক্ষমা করার অধিকার রাখেন।

বান্দার অন্তরে তাঁরই ভয় থাকতে হবে। আর বান্দা যেন রহমতের আশাবাদী হয় এবং তাঁর শাস্তিকে যেন ভয় পায়। যদি দুনিয়ার বিভীষিকাময় ও ভয়ঙ্কর বিপদাপদকে ভয় মনে করা হয়, এবং যদি এগুলিকে কিয়ামতের বিভীষিকাময় অবস্থার সাথে তুলনা করা হয়, তাহলে দেখা যাবে যে, দুনিয়ার এই সকল ভয়-ভীতি পরকালের তুলনায় একেবারেই তুচ্ছ ও ক্ষনস্থায়ী।

আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাই হচ্ছেন দুনিয়া ও আখিরাতের মালিক। তিনিই দুনিয়া ও আখিরাতের একচ্ছত্র অধিকারী। আর তাঁর কাছেই আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে। তিনিই চুড়ান্ত আশ্রয়স্থল। অতএব, তাঁর শাস্তি ও আজাব থেকে আমরা কখনোই মুক্ত থাকতে পারবো না। তবে যদি আমরা মুত্তাকি ও পরহেজগার হয়ে থাকি, আল্লাহ তাআলাকে প্রকৃতার্থেই ভয় করে থাকি, তাহলে মুক্তির আশা করা যায়।

# কালিমাতুত তাকওয়া

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু- হল তাকওয়ার কালিমা। রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হুদাইবিয়ার সন্ধিতে যে সকল সাহাবাগণ অংশগ্রহণ করে ছিলেন, তারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্ণ আনুগত্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন, তারাই 'তাকওয়ার কালিমা'র সাথে জুড়ে গেছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁদের প্রশংসা করে বলেন-

إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا.

অর্থ: যখন কাফেররা তাদের অন্তরে মূর্খতাযুগের জেদ পোষণ করত। অতঃপর আল্লাহ তাঁর রাসুল ও মুমিনদের উপর স্বীয় (সাকিনাহ) প্রশান্তি নাজিল করলেন এবং তাদের জন্য (তাকওয়ার কালিমা তথা) সংযমের দায়িত্ব অপরিহার্য করে দিলেন। বস্তুতঃ তারাই ছিল এর অধিকতর যোগ্য ও উপযুক্ত। আল্লাহ সব বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত।( সূরা ফাতহ: ২৬)

আল্লাহ তাআলার বাণী-

الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَهِلِيَّةِ

অর্থ: যখন কাফেররা তাদের অন্তরে মূর্খতাযুগের জেদ পোষণ করত।

এই বাণী দ্বারা কুরাইশের কাফেরগণ উদ্দেশ্য। যারা অন্তরে গোত্রপূজার জেদ পোষণ করত। সুতরাং সেসময় তারা অহঙ্কার ও আত্মম্ভরিতা সাথে নিয়ে মক্কা থেকে বের হয়। তারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাথিদেরকে হারামে প্রবেশ না করে উমরা আদায় না করতে পারে তাই চাপ প্রয়োগ করে। যখন উভয় দলের মধ্যে অঙ্গীকারের শর্তগুলো লেখা হচ্ছিল তখন তারা 'মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' লেখার ব্যাপারে আপত্তি জানাল। তারা 'মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল্লাহ' জোর করে লেখিয়ে নিল। তখন সাহাবাগণ তাদের এই অশোভন আচরণকে নিতান্তই ভারী মনে করলেন। তখনই আল্লাহ তাআলা স্বীয় রাসুল এবং সাহাবাদের উপর সাকিনাহ তথা

প্রশান্তি অবতীর্ন করলেন। তাদেরকে তাকওয়ার কালিমার উপর দৃঢ়পদ করলেন। ইসতিকামাত দান করলেন। আর সেটি হল-লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা।

উবাই ইবনু কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলার এই আয়াত وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى দ্বারা উদ্দেশ্য হল—‘‘লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ।( আস-সুনান, তিরমিজি: ৩২৬৫)

সাইয়িদুনা ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু উপরোক্ত আয়াতাংশের ব্যাপারে বলেন যে, 'এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল-'আল্লাহ তাআলা ব্যতীত আর কোন সত্য ইলাহ নেই' এর সাক্ষ্য প্রদান করা। (তাফসির ইবনু কাছির: ৫/৬২৬)

মুত্তাকী ব্যক্তি তার অন্তরকে আল্লাহর  সেই রং দ্বারা রাঙিয়ে নেয়, যে রঙের চেয়ে উত্তম আর কোন রং নেই। সে তার মুখের মাধ্যমে সাক্ষ্য দেয়, আর তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আমল করে সেই সাক্ষ্যকে বাস্তবায়ন করে। সে গায়রুল্লাহকে অস্বীকার করে। সকল বাতিল ইলাহকে অস্বীকার করে।

## তাকওয়ার জন্য আবশ্যকীয় বিষয়

কোনো মানুষের জন্য তাকওয়া অবলম্বন করা তখনই সম্ভব হবে, যখন বান্দা জানতে পারবে কিসের ভিত্তিতে তাকওয়া অবলম্বন করা যায়। তাই মুত্তাকি ও পরহেজগার হওয়ার জন্য জরুরি হল কোন-কোন জিনিস থেকে তার বিরত থাকা আবশ্যক; সে সব বিষয়গুলো জেনে নেয়া।

মূলত নেক আমল করা এবং গর্হিত কাজ থেকে বেঁচে থাকার নামই হল-তাকওয়া। যদি মানুষ এটাই না জানে যে, কোন-কোন জিনিস থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক-তাহলে তো সে এমন পরিস্থিতিতে অনেক নেক কাজকে গর্হিত কাজ; আর অনেক গর্হিত কাজকে নেক কাজ মনে করতে থাকবে।

বিদআতপন্থীদের মাঝে এর অগণিত দৃষ্টান্ত রয়েছে। বিদআতিগণ অগণিত এমন অনেক কাজ করে থাকে, যার সাথে কুরআন সুন্নাহর দূরতম সম্পর্ক নেই। কুরআন সুন্নাহর মাঝে তার কোন দলিল-প্রমাণ বিদ্যমান নেই। তারা মনে করে থাকে এগুলো আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের উপায়।

তাকওয়া হল মূলভিত্তি ও বুনিয়াদ। বান্দার উচিত হল কোন আমলসমূহ এবং কোন কোন বিষয় থেকে বেঁচে থাকতে হবে তা অবগত হওয়া। আর যখন অবগতি লাভ হয়ে যাবে তখন আবশ্যক হল তা থেকে তাকওয়া অবলম্বন করা।

আওন ইবনু আবদুল্লাহ বলেন-'তাকওয়ার পূর্ণতা এভাবে হয় যে, বান্দা যে বিষয়ের জ্ঞান অর্জন হয় সেগুলোর মাধ্যমে অজানা বিষয়ের জ্ঞানও অর্জন হয়ে যায়।'

তাকওয়া সম্পর্কে বকর ইবনু খুনাইস রাহিমাহুল্লাহু থেকে মারুফ কারখি বর্ণনা করে বলেন-'সেই ব্যক্তি কীভাবে মুত্তাকি হতে পারে, যার এই জ্ঞান নেই যে, কীসের ভয় করতে হবে এবং কীসের থেকে বেঁচে থাকতে হবে?' তারপর মারুফ কারখি রাহিমাহুল্লাহু বলেন, 'যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি ভালভাবে তাকওয়ার ব্যাপারে জ্ঞান অর্জন না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি সুদ খেতে থাকবে। গায়রে মাহরাম মহিলার দিক থেকে দৃষ্টি ফেরাতে পারবে না।'

যদি তুমি তাকওয়ার ব্যাপারে অবগত না হও, তাহলে তোমার নিজের তরবারিটিই নিজের কাঁধে রেখে দাও।

# মুত্তাকীদের পরিচয়

মুত্তাকী অর্থ তাকওয়া অবলম্বনকারী। আর তাকওয়া হচ্ছে, আল্লাহ কর্তৃক আদিষ্ট বিষয়গুলোকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করা। তা বাস্তবায়নে বদ্ধ পরিকর হওয়া। আর তার পক্ষ থেকে নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ বর্জন করা। তা থেকে যথাসম্ভব দূরে থাকা। এভাবে পালনীয় বিষয়কে পালন করে এবং নিষিদ্ধ বিষয়সমূহকে বর্জন করে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা। আখেরাতে জান্নাত লাভের উপযুক্ত হওয়া এবং আল্লাহর ক্রোধ ও অসন্তুষ্টি থেকে বেঁচে থাকা। আখিরাতে জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের  ব্যবস্থা হওয়া।

তাকওয়ার মাঝে রয়েছে সতর্কতার অর্থ। আল্লাহর আদেশ পালন করতে এবং তাঁর নিষিদ্ধ বিষয় থেকে বেঁচে থাকতে হলে প্রয়োজন পূর্ণ সতর্কতা ও সজাগ দৃষ্টি। হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রা. একদিন হযরত উবাই ইবনে কা'ব রা.-কে জিজ্ঞাসা করলেন, আমাকে তাকওয়া সম্পর্কে বলুন।

তিনি বললেন, আপনি কি কখনও কন্টকাকীর্ণ পথে চলেছেন?

তিনি বললেন, অবশ্যই।

তিনি বললেন, তখন আপনি কীভাবে পথ চলেছেন?

তিনি বললেন, তখন তো কাপড় গুটিয়ে কষ্টে পার হয়েছি।

তিনি বললেন, এটাই তাকওয়া। (তাফসীরে ইবনে কাসীর সূরা বাকারা ৩নং আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য)

এ সতর্কতা অবলম্বন করে একজন ব্যক্তি সফল মুমিন হিসেবে আল্লাহ তাআলার কাছে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে থাকে। সে আল্লাহ তাআলার কাছে হয়ে ওঠে মর্যাদাবান। লাভ করে প্রভূত কল্যাণ। একজন ব্যক্তি পরিপূর্ণ মুত্তাকী হওয়ার জন্য প্রয়োজন অনেকগুলো গুণ অর্জন করা। কুরআন কারীম মুত্তাকীদের সেসব গুণাবলির কথা তুলে ধরেছে। কুরআন মাজীদ এসব গুণাবলির কথা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন প্রসঙ্গে তুলে ধরেছে। সেসব গুণাবলির মধ্যে কিছু গুণ সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাসহ নিচে তুলে ধরার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

কুরআনে কারীমের একেবারে শুরুতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

الٓمٓ،ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ،الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ، وَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَ مَاۤ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ،اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

অর্থ: আলিফ-লাম-মীম। এটি একমাত্র কিতাব। তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এটা হেদায়েত সেসব ভীতি অবলম্বনকারীদের জন্য, যারা অদৃশ্য জিনিসসমূহে ঈমান রাখে। যত্নের সঙ্গে সালাত আদায় করে। এবং তাদেরকে আমি যা কিছু দিয়েছি তা থেকে (আল্লাহর সন্তোষজনক কাজে) ব্যয় করে। আর যারা ঈমান আনে আপনার উপর যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তার প্রতি এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তার প্রতিও। তারা আখেরাতের উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখে। এরাই আপন রবের পক্ষ থেকে হেদায়েতের উপর রয়েছে। আর তারাই সফলকাম।( সূরা বাকারা : ১-৫)

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা মুত্তাকীদের পাঁচটি গুণের কথা তুলে ধরেন।

- যারা অদৃশ্য বিষয়ের প্রতি ঈমান আনে।
- যথাযথভাবে নামায আদায় করে।
- আল্লাহর দেওয়া রিযিক থেকে খরচ করে।
- আপনার উপর এবং আপনার পূর্বে অবতীর্ণ বিষয়ের প্রতি ঈমান আনে।
- আখিরাতের প্রতি ঈমান আনে।

এই পাঁচটি গুণ যে অর্জন করতে পেরেছে তাকে আল্লাহ তাআলা সফল হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন। আর যে তা অর্জন করেছে তার জন্য হেদায়েতের উপর থাকার নিশ্চয়তা প্রদান করেছেন।

আরেক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَـٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ وَٱلْمَلَـٰٓئِكَةِ وَٱلْكِتَـٰبِ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآئِلِينَ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَـٰهَدُوا۟ ۖ وَٱلصَّـٰبِرِينَ فِى ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ ۗ أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا۟ ۖ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ

অর্থ: পুণ্য তো কেবল এটাই নয় যে, তোমরা নিজেদের চেহারা পূর্ব বা পশ্চিম দিকে ফেরাবে; বরং পুণ্য হল (সেই ব্যক্তির কার্য্যাবলি) যে ঈমান রাখে আল্লাহর প্রতি, শেষ দিন ও ফিরিশতাদের প্রতি এবং (আল্লাহর) কিতাব ও নবীগণের প্রতি। আর আল্লাহর ভালবাসায় নিজ সম্পদ দান করে আত্মীয়-স্বজন, এতীম, মিসকীন, মুসাফির ও যাচঞ্ঞাকারীদেরকে এবং দাসমুক্তিতে এবং সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয় এবং যারা কোনো প্রতিশ্রুতি দিলে তা পূরণে যত্নবান থাকে এবং সঙ্কটে, কষ্টে ও যুদ্ধকালে ধৈর্যধারণ করে। এরাই তারা, যারা সত্যবাদী (নামে অভিহিত হওয়ার উপযুক্ত) এবং এরাই মুত্তাকী। (সূরা বাকারা: ১৭৭)

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা মুত্তাকীদের দশটি গুণের কথা তুলে ধরেছেন :

- আল্লাহ তাআলার প্রতি ঈমান আনা।
- আখেরাতের প্রতি ঈমান আনা।
- ফিরিশতাদের প্রতি ঈমান আনা।
- কিতাবের প্রতি ঈমান আনা।
- নবীদের প্রতি ঈমান আনা।
- সম্পদের প্রতি মনের টান থাকা সত্ত্বেও তা নিকটাত্মীয়, এতীম, মিসকীন, মুসাফির, যাঞ্চাকারী ও গোলাম আযাদের জন্য দান করা।
- যথাযথভাবে নামায আদায় করা।
- যাকাত আদায় করা।
- প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা।
- দুঃখ-দুর্দশা ও সংঘাতের সময় ধৈর্য ধারণ করা।

এই দশটি গুণ যে অর্জন করেছে তাকে আল্লাহ সত্যবাদী বলে আখ্যা দিয়েছেন। অর্থাৎ সে ব্যক্তি তার জীবনে কথা ও কাজে আন্তরিকতার পরিচয় দিতে পেরেছে। অর্থাৎ সে যেমন নিষ্ঠার সঙ্গে আল্লাহ ও অন্যান্য জরুরি বিষয়ের প্রতি ঈমান এনেছে। ঠিক যেসব কাজ বাস্তবে করা প্রয়োজন তা সে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে আঞ্জাম দিয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন-

قُلْ أَؤُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَٰلِكُمْ ۚ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْا۟ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّـٰتٌ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ خَـٰلِدِينَ فِيهَا
وَأَزْوَٰجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَٰنٌ مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ بَصِيرٌۢ بِٱلْعِبَادِ،

ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ إِنَّنَآ ءَامَنَّا فَٱغۡفِرۡ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ
ٱلصَّٰبِرِينَ وَٱلصَّٰدِقِينَ وَٱلۡقَٰنِتِينَ وَٱلۡمُنفِقِينَ وَٱلۡمُسۡتَغۡفِرِينَ بِٱلۡأَسۡحَارِ

অর্থ: বল, আমি কি তোমাদেরকে এসব অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জিনিসের সংবাদ দেব? যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের কাছে আছে এমন বাগ-বাগিচা, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত, যেখানে তারা সর্বদা থাকবে এবং (তাদের জন্য আছে) পবিত্র স্ত্রী ও আল্লাহর পক্ষ হতে সন্তুষ্টি। আল্লাহ সকল বান্দাকে ভালোভাবে দেখছেন। যারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা (তোমার প্রতি) ঈমান এনেছি। সুতরাং আমাদের পাপরাশি ক্ষমা কর এবং আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা কর। তারা ধৈর্যশীল, সত্যবাদী, ইবাদতগোযার, (আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের লক্ষ্যে) অর্থ ব্যয়কারী এবং সাহরীর সময় ক্ষমা প্রার্থনাকারী। (সূরা আলে ইমরান: ১৫-১৭)

এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মুত্তাকীর যেসব গুণ বর্ণনা করেছেন তা হল :

- যারা নিজেদের ঈমানের উছিলা দিয়ে আল্লাহর কাছে নিজেদের গুনাহ ক্ষমার আবেদন জানায়।
- যারা জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণের দুআ করে।
- যারা ধৈর্যশীল।
- যারা সত্যবাদী।
- যারা আল্লাহর দরবারে বিনয়াবনত।
- যারা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে।
- যারা ভোর বেলায় আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনায় মগ্ন থাকে।

সূরা আলে ইমরানে এসেছে, যেখানে আল্লাহ তাআলা মুত্তাকিদের ব্যাপারে আলোচনা করেছেন এবং আমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেন ক্ষমা পাবার জন্য রব্বে কারিমের দিকে দৌঁড়ে-দৌঁড়ে আসি, এবং তার বানানো জান্নাতের দিকে দৌঁড়ে আসি যা জমিন ও আসমান বরাবর সমান। যা বিশেষভাবে পরহেজগারদের জন্য বানানো হয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন-

وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ
অর্থ: তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা এবং জান্নাতের দিকে ছুটে যাও যার সীমানা হচ্ছে আসমান ও জমিন, যা তৈরী করা হয়েছে মুত্তাকিদের জন্য (সূরা আলে ইমরান :১৩৩)

এখানে আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের জন্য ছুটে যাওয়া লোকদেরকে মুত্তাকি ও পরহেজগার বলে পরিচয় দিয়েছেন। তারপর সেসব আমলও আমাদের সামনে আলোচনা করলেন যেগুলো মুত্তাকি ব্যক্তিরা করে।
মহান রাব্বুল 'আলামিন বলেন-

الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ

অর্থ: যারা স্বচ্ছলতায় ও অভাবের সময় আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে, যারা নিজেদের রাগকে সংবরণ করে আর মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে। বস্তুতঃ আল্লাহ সৎকর্মশীলদেরকেই ভালবাসেন। তারা কখনো কোন অশ্লীল কাজ করে ফেললে কিংবা কোন মন্দ কাজে জড়িত হয়ে নিজের উপর জুলুম করে ফেললে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করবেন? তারা নিজের কৃতকর্মের জন্য হঠকারিতা প্রদর্শন করে না এবং জেনে-শুনে তাই করতে থাকে না।( সূরা আলে ইমরান:১৩৪-১৩৫)

আয়াতে কারিমার মাঝে আল্লাহ তাআলা মুত্তাকিদের যেসব বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন:

- স্বচ্ছলতা ও অভাবের সময় আল্লাহর রাস্তায় খরচ করা। এটা হচ্ছে প্রকাশ্য আমলের অন্তর্গত আর্থিক আমল।
- রাগ ও ক্রোধকে সংবরণ করা।
- তারা মানুষকে ক্ষমা করে দেয়।
- যাদের থেকে কোনো গুনাহের কাজ ঘটে গেলে বা নিজেদের প্রতি জুলুম করে বসলে সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং পরক্ষণেই নিজেদের গুনাহের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে।
- যারা তাদের থেকে ঘটে যাওয়া গুনাহের উপর জেনেশুনে অবিচল থাকে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَ أُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ غَيْرَ بَعِيْدٍ، هٰذَا مَا تُوْعَدُوْنَ لِكُلِّ اَوَّابٍ حَفِيْظٍ،مَنْ خَشِىَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ وَ جَآءَ بِقَلْبٍ مُّنِيْبٍ.

অর্থ: আর মুত্তাকীদের জন্য জান্নাতকে এত নিকটবর্তী করে দেওয়া হবে যে, কোনো দূরত্বই বাকি থাকবে না। (এবং বলা হবে যে,) এই সেই জিনিস, যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে এভাবে দেওয়া হত যে, এটা প্রত্যেক এমন ব্যক্তির জন্য, যে আল্লাহ-অভিমুখী থাকে এবং নিজেকে রক্ষা করে চলে। যে দয়াময় আল্লাহকে ভয় করে- তাঁকে না দেখেই। এবং আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী অন্তর নিয়ে আসে। (সূরা কফ: ৩১-৩৩)

এই আয়াতগুলোতেও আল্লাহ তা'আলা মুত্তাকীদের কয়েকটি গুণাবলির কথা তুলে ধরেছেন :

- যে ব্যক্তি আল্লাহ-অভিমুখী হয়।
- নিজেকে রক্ষাকারী। অর্থাৎ সবসময় সতর্ক থাকে। আল্লাহ তা'আলার বিধিবিধান পালনে সদা সজাগ দৃষ্টি রাখে। সবধরনের গুনাহ থেকে অত্যন্ত সন্তর্পণে বেঁচে থাকে ।
- আল্লাহকে না দেখেও ভয় করে।
- আল্লাহর প্রতি প্রত্যাবর্তনকারী অন্তর নিয়ে আল্লাহর দরাবারে হাজির হয়। যেমন আল্লাহ তাআলা অন্য জায়গায় ইরশাদ করেন-

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّ لَا بَنُوْنَ،اِلَّا مَنْ اَتَى اللهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ .

অর্থ: যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোনো কাজে আসবে না। তবে যে সুস্থ অন্তর নিয়ে হাজির হবে। (সেই নাজাত লাভ করতে পারবে)। (সূরা শুআরা: ৮৮-৮৯)

## তাকওয়ার গুরুত্ব ও ফজিলত

তাকওয়া মুমিনের একটি অপরিহার্য গুণ। তাকওয়া হল মূল্যবান রত্নভান্ডার। তাকওয়া এমনই এক গুণ, যা দুনিয়া ও আখিরাতের মাঝে সবচেয়ে কল্যাণময়ী।

উপরে কুরআন মাজীদ থেকে কিছু আয়াত উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে মুত্তাকীদের বিভিন্ন গুণাগুণ আলোচিত হয়েছে। মুত্তাকী ব্যক্তি এসব গুণ অর্জন করায় তার জন্য রয়েছে বিভিন্ন সুসংবাদ। আখেরাতে তার জন্য থাকবে নানা নিআমত ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা। কুরআন মাজীদে মুত্তাকীদের জন্য অনেক সুসংবাদ ও প্রতিদানের কথা এসেছে।

## তাকওয়া অবলম্বনকারীদের সুখ

যেসব লোক তাকওয়া অবলম্বন করে তাদের জন্য আল্লাহ তাআলা অফুরন্ত সুখ শান্তি ও ভোগ-বিলাসের ব্যবস্থা করে রেখেছেন। পরকালে এমন লোকদের কোন ভয়-ভীতি, দুশ্চিন্তা-বিষণ্নতা, ব্যথা-বেদনা ও কষ্ট-ক্লেশ থাকবে না। কোন অভাব-অনটন, বালা-মুসিবত ও আপদ-বিপদ তাদেরকে স্পর্শ করবে না। তারা সব সময় স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন-যাপন করবে। তাদের সেবায় চির-কিশোর ও হুর গিলমানরা সব সময় নিয়োজিত থাকবে। পবিত্র কুরআনের বহু জায়গায় খোদাভীরুদের জন্য সুখ-শান্তির প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়েছে।

মহাগ্রন্থ আল কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ؕ فِيْهَآ اَنْهٰرٌ مِّنْ مَّآءٍ غَيْرِ اٰسِنٍ ۚ وَاَنْهٰرٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهٗ ۚ وَاَنْهٰرٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشّٰرِبِيْنَ ۚ وَاَنْهٰرٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّي ؕ وَلَهُمْ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ ؕ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوْا مَآءً حَمِيْمًا فَقَطَّعَ اَمْعَآءَهُمْ

অর্থ: মুত্তাকীদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, তার দৃষ্টান্ত হল, তাতে আছে পানির নহর, নির্মল দুধের নহর যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়, পানকারীদের জন্যে সুস্বাদু শরাবের নহর এবং পরিশোধিত মধুর নহর। তথায় তাদের জন্যে রয়েছে রকমারি ফল-মূল ও তাদের পালনকর্তার ক্ষমা। খোদাভীরুরা কি তাদের সমান, যারা

জাহান্নামে অনন্তকাল থাকবে এবং যাদেরকে পান করতে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি অতঃপর তা তাদের নাড়িভূঁড়ি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দেবে?' (সুরা মুহাম্মদ: ১৫)

তাকওয়া অবলম্বনকারী খোদাভীরু লোকদের আরাম-আয়েশ ও ভোগ বিলাসের বিবরণ দিয়ে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের অন্যত্র আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِى جَنَّٰتٍ وَنَعِيمٍ فَٰكِهِينَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَىٰهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ
كُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ هَنِيٓـًٔۢا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ
مُتَّكِـِٔينَ عَلَىٰ سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ ۖ وَزَوَّجْنَٰهُم بِحُورٍ عِينٍ ٠ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَٱتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَٰنٍ
أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَآ أَلَتْنَٰهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَىْءٍ ۚ كُلُّ ٱمْرِئٍۭ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ وَأَمْدَدْنَٰهُم
بِفَٰكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَٰزَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ
لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَآءَلُونَ

অর্থ: নিশ্চয় খোদাভীরুরা থাকবে জান্নাতে ও নেয়ামতে। তারা উপভোগ করবে যা তাদের পালনকর্তা তাদের দেবেন এবং তিনি জাহান্নামের আজাব থেকে তাদেরকে রক্ষা করবেন। তাদেরকে বলা হবে, তোমরা যা করতে তার প্রতিফলস্বরূপ তোমরা তৃপ্ত হয়ে পানাহার কর। তারা শ্রেণীবদ্ধ সিংহাসনে হেলান দিয়ে বসবে। আমি তাদেরকে আয়তলোচনা হুরদের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করিয়ে দেব। যারা ঈমানদার এবং যাদের সন্তানরা ঈমানে তাদের অনুগামী, আমি তাদেরকে তাদের পিতৃপুরুষদের সাথে মিলিত করে দেব এবং তাদের আমল বিন্দুমাত্রও হ্রাস করব না। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃত কর্মের জন্য দায়ী। আমি তাদেরকে দেব ফল-মূল এবং মাংস যা তারা চাইবে। সেখানে তারা একে অপরকে পানপাত্র দেবে; যাতে অসার বকাবকি নেই এবং পাপকর্মও নেই। সুরক্ষিত মোতিসদৃশ কিশোররা তাদের সেবায় ঘুরাফেরা করবে। তারা একে অপরের দিকে মুখ করে জিজ্ঞাসাবাদ করবে।' (সুরা তুর: ১৭-২৫)

## প্রতিদান প্রাপ্তি

পৃথিবীর নিয়ম হলো কোন চাকর, চাকরানী বা গোলাম যদি তার মনিবের আদেশ-নিষেধগুলো বাস্তবায়ন করে, তাহলে মনিবের পক্ষ থেকে তাকে মজুরি, পারিশ্রমিক ও প্রতিদান প্রদান করা হয়। ঠিক তেমনিভাবে আল্লাহ তাআলার আদেশ নিষেধগুলো পরিপালন করে তাকওয়া অবলম্বন করলে আল্লাহ তাআলার কাছ থেকেও প্রতিদান পাওয়া যাবে। আল্লাহ তাআলা তাঁর আদেশকৃত কর্মগুলো নিষ্পন্ন করলে এবং নিষেধকৃত কাজসমূহ বর্জন করলে বান্দাকে এর পূর্ণাঙ্গ প্রতিদান প্রদান করবেন। আর যে সত্তা যত বেশি বিত্তশালী ও বড় তার দানও তত বিশাল ও বিরাটকায়। মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তাআলা নভোমণ্ডল-ভূমণ্ডলের অধিপতি। তিনিই যেহেতু তাকওয়ার প্রতিদান প্রদান করবেন তাই তাকওয়া অবলম্বনের সুফল, পুরস্কার ও প্রাপ্তিও হবে নিতান্ত বড় ও বিশাল!

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَوْ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَمَثُوْبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ خَيْرٌ ؕ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ

অর্থ: যদি তারা ঈমান আনত এবং খোদাভীরু হত, তবে আল্লাহর কাছ থেকে উত্তম প্রতিদান পেত। যদি তারা জানত। (সুরা বাকারা: ১০৩)

## আল্লাহর সঙ্গলাভ

যার সঙ্গে যত ক্ষমতাধর সত্তা থাকে তার তত ক্ষমতা ও নির্ভরতা থাকে। তার দুশ্চিন্তা ও বিষণ্নতা তত পরিমাণে কম থাকে। এমন লোকের কোন অভাব অনটন থাকে না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই বিশ্বচরাচরের স্রষ্টা ও প্রতিপালক। তিনি যদি কোন ব্যক্তির সঙ্গে থাকেন, তাহলে তার কোনো ভয়, শঙ্কা, দুশ্চিন্তা ও আতঙ্ক থাকার কথা নয়। ইহ ও পরকালে এমন ব্যক্তি নিরাপদ থাকবে। যেসব লোক তাকওয়া অবলম্বন করে আল্লাহর ভয়ে হারাম কাজগুলো বর্জন করে এবং হালাল কর্মাবলি

সম্পাদন করে আল্লাহ তাআলা এমন লোকদের সঙ্গে থাকবেন। মুত্তাকীগণ আল্লাহ তা'আলার বিশেষ সাহায্য লাভ করে থাকেন।

তাকওয়া অবলম্বনকারী খোদাভীরু লোকদের সঙ্গে থাকার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে মহাগ্রন্থ আল কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ۞

অর্থ: আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ, যারা তাকওয়া অবলম্বনকারী আল্লাহ তাদের সঙ্গে রয়েছেন। (সুরা বাকারা: ১৯৪)

## তাকওয়ায় সিদ্ধি লাভ

এই পৃথিবীতে এমন কোন ব্যক্তি নেই যে সাফল্য অর্জন করতে প্রয়াস চালায় না কিংবা সিদ্ধিলাভ করতে আগ্রহী হয় না। প্রতিটি ব্যক্তির দৌড়ঝাঁপ আপন আপন লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সিদ্ধিলাভকে কেন্দ্র করে। আর এই সিদ্ধিলাভের অন্যতম উপায় হলো আল্লাহর ভয় বা তাকওয়া অবলম্বন। যেসব লোক আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়ে তাকওয়া অবলম্বন করে তাদের উদ্দেশ্য সাধিত হবে।

এমনসব লোক ইহ ও পরকালে সফল হবেন মর্মে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেন,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا ۞ وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

অর্থ: হে ঈমানদানগণ! ধৈর্য ধারণ কর এবং মোকাবেলায় দৃঢ়তা অবলম্বন কর। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক; যাতে তোমরা তোমাদের উদ্দেশ্য লাভে সমর্থ হতে পার।(সুরা আলে ইমরান: ২০০)

অন্য একটি আয়াতে সিদ্ধিলাভ ও সাফল্য অর্জন করার উপায় হিসাবে তাকওয়া অবলম্বন করার নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَاتَّقُوا اللهَ يَاُولِي الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

অর্থ: হে বুদ্ধিমানগণ! আল্লাহকে ভয় কর-যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।(সুরা মায়িদা: ১০০)

## আসমানি বারাকাহ লাভ

আসমান ও জমিনে রয়েছে বিপুল ধনভাণ্ডার। সুবিশাল আকাশ ও বিস্তীর্ণ পৃথিবীতে ধন-সম্পদের কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। আল্লাহর ভাণ্ডারে কোন অভাব নেই। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে এত অধিক পরিমাণ নেয়ামত রয়েছে যে, সেগুলো গণনা করে শেষ করা যাবে না। পৃথিবী ও অন্তরীক্ষে নেয়ামতের সংখ্যা অসংখ্য-অগণিত।

যেসব লোক তাকওয়া অবলম্বন করবে তাদের জন্য আসমান ও জমিনের এই অফুরন্ত ভাণ্ডার খুলে দেবার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে মহাগ্রন্থ আল কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰٓي اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَاۤءِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنْ كَذَّبُوْا فَاَخَذْنٰهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ

অর্থ: আর যদি সে জনপদের অধিবাসীরা ঈমান আনত এবং তাকওয়া অবলম্বন করত, তবে আমি তাদের প্রতি আসমানি ও পার্থিব নেয়ামতসমূহ উন্মুক্ত করে দিতাম। কিন্তু তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। সুতরাং আমি তাদেরকে পাকড়াও করেছি তাদের কৃতকর্মের ফলে।(সুরা আরাফ: ৯৬)

## তাকওয়া শত্রুর অনিষ্ট থেকে প্রতিরক্ষার মাধ্যম

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا

অর্থ: আর যদি তোমরা ধৈর্যধারণ করো এবং তাকওয়া অবলম্বন করো, তবে তাদের প্রতারণায় তোমাদের কোনোই ক্ষতি হবে না। (সুরা আলে- ইমরান: ১২০)

**বিশেষ রহমত ও দয়া লাভ**

মুত্তাকীগণ দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহ তাআলার বিশেষ রহমত ও দয়া লাভ করে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

وَ رَحْمَتِیْ وَ سِعَتْ كُلَّ شَیْءٍ فَسَاَكْتُبُهَا لِلَّذِیْنَ یَتَّقُوْنَ.

অর্থ: আর আমার দয়া—সে তো প্রত্যেক বস্তুতে ব্যাপ্ত। সুতরাং আমি এ রহমত (পরিপূর্ণভাবে) সেই সব লোকের জন্য লিখব, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে। (সূরা আ'রাফ : ১৫৬)

## প্রত্যেক সংকীর্ণতা থেকে উদ্ধার এবং প্রশস্ত রিজিকের সুসংবাদ

অধিকাংশ মানুষ রিজিককে সবচেয়ে বড় নেয়ামত মনে করে। এই রিজিকের অভাব দূর করার শ্রেষ্ঠতম উপায় হলো আল্লাহর ভয় ও তাকওয়া অবলম্বন করা।

আল্লাহ তাআলা তাকওয়া অবলম্বন কারীদেরকে অকল্পনীয় জায়গা থেকে রিজিকের ব্যবস্থা করে দেওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে আল কুরআনে বলেছেন,

وَمَنْ يَّتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا
وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَي اللهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ ۚ اِنَّ اللهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ ۚ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

অর্থ: আর যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্যে নিস্কৃতির পথ করে দেবেন। এবং তাকে তার ধারণাতীত জায়গা থেকে রিজিক দেবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে তার জন্যে তিনিই যথেষ্ট। আল্লাহ তার কাজ পূর্ণ করবেন। আল্লাহ সবকিছুর জন্যে একটি পরিমাণ স্থির করে রেখেছেন।' (সুরা তালাক: ২-৩)

## পূত পবিত্র সঙ্গিনী লাভ

ক্ষণিকের দুনিয়ায় যারা পাপাচার বর্জন করে তাকওয়া অবলম্বন করে এমন খোদাভীরুদের মনোরঞ্জনের জন্য মহান আল্লাহ বেহেশতে সমবয়স্কা পূর্ণযৌবনা রমণী নির্ধারণ করে রেখেছেন। এসব রমণীর সঙ্গে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পরহেজগার লোকদের বিয়ে করিয়ে দেবেন। তাকওয়া অবলম্বনকারী লোকদের ভোগ-সম্ভোগের জন্য সৃষ্ট এসব রমণী খোদাভীরুদের মনোরঞ্জনে সদা নিয়োজিত থাকবে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا  حَدَآئِقَ وَأَعْنَـٰبًا  وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا  وَكَأْسًا دِهَاقًا  لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّٰبًا  جَزَآءً مِّن رَّبِّكَ عَطَآءً حِسَابًا

অর্থ: পরহেযগারদের জন্যে রয়েছে সাফল্য। উদ্যান, আঙ্গুর, সমবয়স্কা, পূর্ণযৌবনা তরুণী। এবং পূর্ণ পানপাত্র। তারা তথায় অসার ও মিথ্যা বাক্য শুনবে না। এটা আপনার পালনকর্তার তরফ থেকে যথোচিত দান। (সুরা নাবা: ৩১-৩৬)

পূত পবিত্র সঙ্গিনী পাওয়ার ব্যাপারে মহাগ্রন্থ আল কুরআনের অন্যত্র আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

قُلْ اَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذٰلِكُمْ ۗ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَاَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَّرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ ۚ

অর্থ: বলুন, আমি কি তোমাদেরকে এসবের চাইতেও উত্তম বিষয়ের সন্ধান বলবো?- যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, আল্লাহর নিকট তাদের জন্যে রয়েছে বেহেশত, যার তলদেশে প্রস্রবণ প্রবাহিত-তারা সেখানে থাকবে অনন্তকাল। আর রয়েছে পরিচ্ছন্ন সঙ্গিনীগণ এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি। আর আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি সুদৃষ্টি রাখেন।(সুরা আলে ইমরান: ১৫)

## দলবদ্ধভাবে জান্নাতে প্রবেশ এবং জান্নাতের দরজায় স্বাগতম

এই পৃথিবী খোদাভীরু, আল্লাহওয়ালা ও পরহেজগার লোকদের মান, মর্যাদা ও সম্মান কিছুটা কম দিলেও, প্রগতিশীল ব্যক্তিবর্গ নেককার লোকদের কে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখলেও মহান আল্লাহর কাছে এমন লোকদের অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদা রয়েছে। আল-কুরআনে আল্লাহ তাআলা খোদাভীরু লোকদের ব্যাপারে বলেছেন,

وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اِلَي الْجَنَّةِ زُمَرًا ۗ حَتّٰي اِذَا جَآءُوْهَا وَفُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خٰلِدِيْنَ

অর্থ: আর যারা তাদের রবকে ভয় করেছে তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। অবশেষে তারা যখন সেখানে এসে পৌঁছবে এবং জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হবে তখন জান্নাতের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, 'তোমাদের

প্রতি সালাম, তোমরা ভালো ছিলে। অতএব স্থায়ীভাবে থাকার জন্য এখানে প্রবেশ কর।'( সূরা আজ-জুমার: ৭৩)

## দূরদৃষ্টি  এবং ক্ষমা লাভ

অন্যায় অপরাধের কলঙ্ক ও কালিমা হতে মুক্ত হওয়ার অন্যতম উপায় হল তাকওয়া অবলম্বন করা। পবিত্র কুরআনে এসেছে,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تَتَّقُوا اللهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا وَّيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ

অর্থ: হে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় করতে থাক, তাহলে তিনি তোমাদের ন্যায়-অন্যায় পার্থক্য করার একটি মান নির্ণায়ক শক্তি দান করবেন এবং তোমাদের থেকে তোমাদের দোষত্রুটি দূর করে দেবেন এবং তোমাদের ক্ষমা করবেন। বস্তুতঃ আল্লাহর অনুগ্রহ অত্যন্ত মহান।' (সুরা আনফাল: ২৯)

## তাকওয়া সুসংবাদ বয়ে আনে

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

ألا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ )) لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

অর্থ: মনে  ভীতি আছে, না তারা রেখো, যারা আল্লাহর বন্ধু, তাদের না কোনো ভয় চিন্তিত হবে। তারা হচ্ছে সেসব লোক, যারা ইমান আনে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে। তাদের জন্য সুসংবাদ পার্থিব জীবনে ও পরকালীন জীবনে। আল্লাহর কথার কখনো হেরফের হয় না। এটাই হলো মহাসফলতা।(সুরা ইউনুস: ৬২-৬৪)

## তাকওয়া শুভ পরিণাম বয়ে আনে

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

অর্থ: এই পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের মালিক আল্লাহ, তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা এর উত্তরাধিকারী করেন। আর কল্যাণময় পরিণাম তাকওয়াবানদের জন্যই।(সূরা আল-আরাফ: ১২৮)

## কিয়ামত দিবসে তাকওয়াবানদের বন্ধুত্ব অটুট থাকবে

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ

অর্থ: বন্ধুরা সেদিন একে অপরের শত্রু হয়ে পড়বে, তবে তাকওয়াবানরা ব্যতীত। (সুরা আজ-জুখরুফ: ৬৭)

**তাকওয়া পাপ মোচন ও জান্নাতের সফলতা লাভের মাধ্যম**

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ وَآمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ

অর্থ: আর আহলে কিতাব যদি ইমান আনত এবং তাকওয়া অবলম্বন করত, তবে আমি অবশ্যই তাদের সমস্ত পাপ মোচন করে দিতাম এবং অবশ্যই তাদের নিয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাতে প্রবেশ করাতাম। (সুরা আল-মায়িদা: ৬৫)

**আল্লাহ তাআলার মুহাব্বত ও ভালোবাসা লাভ**

মুত্তাকী ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার মুহাব্বত ও ভালোবাসা লাভ করে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ.

অর্থ: নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা মুত্তাকীদেরকে ভালবাসেন।(সূরা তাওবা: ৪)
আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ، وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ()

অর্থ: তবে হ্যাঁ, যে ব্যক্তি নিজের ওয়াদা পূর্ণ করে এবং আল্লাহকে ভয় করে চলে; নিশ্চয় আল্লাহ (এই ধরনের) তাকওয়াবানদের ভালোবাসেন।(সুরা আলে ইমরান:৭৬)

## তাকওয়াবানরাই আল্লাহর ওলি

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন,

إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

অর্থ: তাকওয়াবানরা ছাড়া কেউ তাঁর অলি হতে পারে না; কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোক এ সম্পর্কে অবগত নয়।(সুরা আল-আনফাল: ৩৪)

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ

অর্থ: আর আল্লাহ তাকওয়াবানদের বন্ধু। (সুরা আল-জাসিয়া: ১৯)

## ইমান ও হেদায়েতের নূর লাভ

তাকওয়া মুত্তাকীদের  জন্য ঈমান ও হেদায়েতের আলো প্রজ্জলিত করে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَ اٰمِنُوْا بِرَسُوْلِهٖ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِهٖ وَ يَجْعَلْ لَّكُمْ نُوْرًا تَمْشُوْنَ بِهٖ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ وَ اللهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আন, তাহলে তিনি তোমাদেরকে তাঁর রহমতের দুটি অংশ দান করবেন। তোমাদের জন্য সৃষ্টি করবেন এমন আলো, যার সাহায্যে তোমরা চলবে এবং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।(সূরা হাদীদ: ২৮)

## কুরআন থেকে হিদায়াতপ্রাপ্তির মাধ্যম

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ

অর্থ: এই সেই কিতাব, যাতে কোনো সন্দেহ নেই; তাকওয়াবানদের জন্য তা পথনির্দেশ। (সূরা আল-বাকারা: ০২)

## উপকারী ইলম লাভের মাধ্যম

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

অর্থ: আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, তিনি তোমাদের শিক্ষা দেবেন। বস্তুত আল্লাহ সবকিছু জানেন। (সুরা আল-বাকারা: ২৮২)

## দুনিয়াতে হেদায়েতের উপর প্রতিষ্ঠিত আর আখিরাতে সফলকাম

মুত্তাকীগণ দুনিয়াতে হেদায়েতের উপর প্রতিষ্ঠিত আর আখেরাতে সফলকাম। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

অর্থ: এরাই আপন রবের পক্ষ থেকে হেদায়েতের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এরাই সফলকাম।(সূরা আল-বাকারা: ০৫)

## আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্যের সুসংবাদ

আল্লাহ তা'আলা  তাকওয়া অবলম্বনকারীদের সাথে থাকেন। আর যার সাথে আল্লাহ তা'আলা থাকেন তার সব কাজই সহজ হয়ে যায়। দুনিয়া ও আখিরাতে সে লাভ করে প্রশান্তি ও সফলতা। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

اِنَّ اللهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّ الَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْن

অর্থ: নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁদের সাথে থাকেন, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে।( সূরা নাহল : ১২৮)

## গুনাহ মাফ এবং মহাপুরস্কারের সুসংবাদ

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে মুত্তাকীদের গুনাহসমূহ মাফ করে দিয়ে বিরাট প্রতিদানের ঘোষণা দিয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

.وَ مَنْ يَّتَّقِ اللهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَ يُعْظِمْ لَهٗۤ اَجْرًا

অর্থ: যে তাকওয়া অবলম্বন করে আল্লাহ তার গুনাহসমূহ মাফ করে দেন এবং তাকে বিরাট আজর দান করেন।( সূরা ত্বলাক: ০৫)

## মাগফিরাতের সুসংবাদ

জীবনে চলার পথে প্রতিটি ক্ষেত্রে যদি আমরা আল্লাহ ভয় করে চলতে পারি, আমাদের অন্তরে যদি সবসময় এই অনুভূতি সজাগ থাকে যে আল্লাহ তা'আলা আমাকে দেখতেছেন তাহলে আশা করা যায় আমরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে পারব আল্লাহর ইচ্ছায়। আর আল্লাহ তা'আলা তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। তিনি আমাদের গুনাহ গুলো মাফ করে দিবেন যদি আমরা তাকওয়ার পন্থা অবলম্বন করে চলি। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন,

.وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

অর্থ: তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়ালু।( সূরা আনফাল: ৬৯)

## সকল কাজে সহজতা

যেকোন মুসিবত বা কঠিন বিষয় সহজ হয়ে যায় যদি আমরা সেগুলো মোকাবিলা করি আল্লাহর ভয় অন্তরে নিয়ে। কেননা মুত্তাকীদের সকল কাজ আল্লাহ তা'আলা সহজ করে দিবেন বলে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন।

وَ مَنْ يَّتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ اَمْرِهٖ يُسْرًا.

অর্থ: যে তাক্বওয়া অবলম্বন করে আল্লাহ তার সব বিষয় সহজ করে দেন।( সূরা ত্বলাক: ০৪)

## তাকওয়া দুনিয়ার আজাব থেকে মুক্তির মাধ্যম

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ

অর্থ: আমি উদ্ধার করলাম তাদের, যারা ইমান এনেছিল এবং যারা তাকওয়া অবলম্বন করত।(সুরা ফুসসিলাত: ১৮)

**তাকওয়া জাহান্নাম থেকে মুক্তির মাধ্যম**

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَإِن مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقُوا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا

অর্থ: তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যাকে জাহান্নাম অতিক্রম করতে হবে না। এটা তোমার প্রতিপালকের অনিবার্য ফায়সালা। অতঃপর আমি তাকওয়াবানদের উদ্ধার করব এবং জালিমদের সেখানে নতজানু অবস্থায় রেখে দেবো। (সুরা মারইয়াম: ৭১-৭২)

## সম্মান-মর্যাদা লাভের মাধ্যম

আল্লাহর নিকট মর্যাদা ও উৎকৃষ্টতার মাপকাঠি এমন বংশ, গোত্র ও আভিজাত্য নয়, যা গ্রহণ করা কোন মানুষের এখতিয়ারেই নেই, বরং মাপকাঠি হল আল্লাহভীরুতা; যা অবলম্বন করা মানুষের ইচ্ছা ও এখতিয়ারভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

.اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ اَتْقٰكُمْ

নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি হচ্ছে মুত্তাকীগণ।( সূরা হুজুরত: ১৩)

## কবূলিয়্যাতের মাধ্যম

তাকওয়ার সাথে কৃত আমলই আল্লাহ তা'আলার নিকট গ্রহণযোগ্য। ইখলাসহীন আমল আল্লাহ তা'আলা কবুল করেন না। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন,
.اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ

অর্থ: নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাকীদের থেকে কবুল করেন।( সূরা মায়িদা: ২৭)

## শ্রেষ্ঠত্ব লাভের মাধ্যম তাকওয়া

ঈমানদারদের দরিদ্রতাময় এবং বিলাসবিহীন জীবনের কারণে কাফেররা তাদের নিয়ে উপহাস ও বিদ্রূপ করত। অথচ কিয়ামতের দিন এই দরিদ্র মানুষগুলো তাদের আল্লাহভীরুতার গুণে শীর্ষস্থান লাভ করবে। অশেষ জীবিকা তারা লাভ করবে আখেরাতে ও দুনিয়ায়। কয়েক বছরের মধ্যেই মহান আল্লাহ এই দরিদ্র লোকদের জন্য দেশ বিজয়ের দরজা খুলে দিয়েছিলেন, যার ফলে পার্থিব ভোগসামগ্রী ও রুযীর প্রাচুর্য নেমে এসেছিল তাদের জীবনে। তেমনি আমাদের জীবনেও আমরা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে পারি যদি আমরা তাকওয়ার গুণে গুণান্বিত হতে পারি। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ.

অর্থ: যাঁরা তাকওয়া অবলম্বন করে তারা কিয়ামতের দিন তাদের (কাফেরদের) উপরে থাকবে।( সূরা বাকারা: ২১২)

## মুত্তাকীরা শাস্তির ভয় থেকে মুক্ত থাকবে

আল্লাহভীরুতা ও নেক আমলের সাজে সজ্জিত ইমানদারদের সুন্দর পরিণাম হিসেবে বলা হয়েছে তারা শাস্তির ভয় থেকে মুক্ত এবং তারা কখনো দুঃখিতও হবেনা।

فَمَنِ اتَّقٰى وَ اَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ.

অর্থ: যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং সৎ থাকে, তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা কখনো দুঃখিত হবে না।( সূরা আরাফ: ৩৫)

## জান্নাতে বিভিন্ন নিআমত এবং আল্লাহর দীদার লাভ

জান্নাতের অসংখ্য নিআমত থাকবে মুত্তাকীদের জন্য। তারা আল্লাহর নিকট উচ্চ স্থান, মর্যাদা ও সম্মান লাভ করবে তাদের আল্লাহভীরুতার গুণে।

.اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِىْ جَنّٰتٍ وَّ نَهَرٍ، فِىْ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيْكٍ مُّقْتَدِرٍ

অর্থ: যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে তারা থাকবে উদ্যানরাজি ও নহরে। সত্যিকারের মর্যাদাপূর্ণ আসনে, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী মহা সম্রাটের সান্নিধ্যে।( সূরা ক্বমার: ৫৪-৫৫)

## চূড়ান্ত সাফল্য তাকওয়াবানদের জন্যই

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إنَّ لِلْمُتَّقِين مغارا

অর্থ: তাকওয়াবানদের জন্য রয়েছে সাফল্য। (সুরা আন-নাবা: ৩১)

## তাকওয়াবানদের দয়াময় রবের নিকট মেহমানরূপে সমবেত করা হবে

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدَا الله

অর্থ: সেদিন আমি দয়াময়ের নিকট তাকওয়াবানদের সম্মানিত মেহমানরূপে সমবেত করব। (সুরা মারইয়াম: ৮৫)

## সুখময় জান্নাতের অধিকারী হবে মুত্তাকীরা

তাকওয়াবানদের জন্যই নির্মিত হয়েছে আসমানমণ্ডলী ও জমিনসম জান্নাত। তারাই হবে জান্নাতের অধিকারী। সেখানে তারা অফুরন্ত নাজ-নিয়ামতের মাঝে সুখময় জীবন উপভোগ করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ

অর্থ: তোমরা স্বীয় রবের ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে ধাবিত হও, যার প্রসারতা আসমানমন্ডলী ও জমিনের সমান, যা তাকওয়াবানদের জন্য নির্মিত হয়েছে। (সুরা আলি ইমরান: ১৩৩)

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيًّا

অর্থ: এই সেই জান্নাত, যার অধিকারী করব আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে তাকওয়াবানদের। (সুরা মারইয়াম: ৬৩)
আখেরাতে মুত্তাকীদের জন্য থাকবে চির নিআমতরাজির উদ্যান। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِیْ جَنّٰتٍ وَّ عُيُوْنٍ.

অর্থ: নিশ্চয়ই মুত্তাকীগণ বিভিন্ন বাগবাগিচা ও নানা প্রস্রবণের মাঝে থাকবে। (সূরা হিজর: ৪৫)

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ

অর্থ: নিশ্চয়ই তাকওয়াবানরা থাকবে স্রোতস্বিনী বিধৌত জান্নাতে।( সূরা ক্বমার: ৫৪)

## জান্নাতে তাকওয়াবানরা তাদের পছন্দ অনুযায়ী সবকিছুই পাবে

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُ ونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ

অর্থ: সেটা স্থায়ী জান্নাত, যাতে তারা প্রবেশ করবে। এর পাদদেশে স্রোতস্বিনী নদী প্রবাহিত হবে। তারা যা কিছু কামনা করবে, তাতে তাদের জন্য তা-ই থাকবে। এভাবেই আল্লাহ পুরস্কৃত করেন তাকওয়াবানদের।(সুরা আন-নাহল: ৩১)

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ  وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

অর্থ: তাকওয়াবানরা থাকবে ছায়ায় ও প্রস্রবণবহুল স্থানে। আর তাদের জন্য থাকবে ফলমূল, যা তাদের মন চাইবে। (তাদের বলা হবে,) তোমরা তৃপ্তির সঙ্গে খাও আর পান করো, তোমরা যে আমল করেছিলে তার পুরস্কারস্বরূপ।(সুরা আল-মুরসালাত: ৪১-৪৩)

## পবিত্র কুরআনে তাকওয়া অবলম্বনের আদেশ

পুরো কুরআন জুড়ে তাকওয়ার গুরুত্ব ও ফজিলত আলোচনা করা হয়েছে এবং বারবার আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যেন আমরা তাকওয়া অবলম্বন করি। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

অর্থ: আর আল্লাহকে ভয় করতে থাকো। নিশ্চয়ই আল্লাহর আজাব বড়ই কঠিন। (সুরা আল-বাকারা: ১৯৬)

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

অর্থ: আর আল্লাহকে ভয় করতে থাকো। এবং নিশ্চিত জেনে রাখো, তোমরা সবাই তাঁর সামনে সমবেত হবে। (সুরা আল-বাকারা: ২০৩)

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

অর্থ: আর আল্লাহকে ভয় করতে থাকো। এবং জেনে রাখো, আল্লাহ সর্ববিষয়ে জ্ঞানবান। (সুরা আল-বাকারা: ২৩১)

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

অর্থ: আর আল্লাহকে ভয় করতে থাকো। এবং জেনে রাখো, আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কাজ অত্যন্ত ভালো করেই দেখেন। (সুরা আল-বাকারা: ২৩৩)

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

অর্থ:  হে ইমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো।(সুরা আল-আহজাব: ৭০)

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

অর্থ: হে ইমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত, আগামীকালের জন্য সে কী প্রেরণ করে, তা চিন্তা করা। তোমরা আল্লাহকে ভয় করতে থাকো। বস্তুত তোমরা যা করো, আল্লাহ সে সম্পর্কে খবর রাখেন। (সুরা আল-হাশর: ১৮)

## পবিত্র হাদিসের কিতাবগুলোতে তাকওয়া অবলম্বনের আদেশ

পবিত্র হাদিসের কিতাবসমূহে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাক জবানেও তাকওয়া সম্পর্কে বেশ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

আবু যার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন,

اتَّقِ اللهِ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَأَتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الحَسَنَةَ تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ

"তুমি যেখানে থাকো না কেন, আল্লাহকে ভয় করে চলবে। গুনাহের পর নেক কাজ করবে, তাহলে নেক কাজ গুনাহকে মুছে দেবে। আর মানুষের সাথে উত্তম আচরণ করবে।" (সুনানুত তিরমিজি: ১৯৮৭)

ইরবাজ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন একদা রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন অতঃপর আমাদের অভিমুখী হলেন এবং আমাদের উদ্দেশ্যে তাৎপর্যপূর্ণ ভাষণ দিলেন, যে ভাষণে চোখ থেকে অশ্রু ঝরে, অন্তর কেঁপে উঠে। এক ব্যক্তি তখন বলল, হে আল্লাহর রাসূল! মনে হচ্ছে এটি শেষ উপদেশ। আপনি তাহলে আমাদের কিসের নির্দেশ দেন?
রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ
"আমি তোমাদের আল্লাহকে ভয় করার এবং শ্রবণ ও আনুগত্যের নির্দেশ দিচ্ছি।" (সুনানু আবি দাউদ: ৪৬০৭। সুনানুত তিরমিজি: ২৬৭৬)

আবু সাইদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَوْصِنِي قَالَ: «عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللَّهِ فَإِنَّهَا جِمَاعُ كُلِّ خَيْرٍ

'এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম  এর নিকটে এসে বলল, "হে আল্লাহর রাসুল, আমাকে নির্দেশনা প্রদান করুন।" রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "আল্লাহকে ভয় করো। কেননা, এটি প্রত্যেক কল্যাণকে '"অন্তর্ভুক্তকারী।(আল-মুজামুস সগির: ৯৪৯)

হযরত নুমান ইবনে বাশীর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি-

إِنّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَإِنّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنّ كَثِيرٌ مِنَ النّاسِ، فَمَنِ اتّقَى الشّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ، وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ.

হালাল সুস্পষ্ট, হারামও সুস্পষ্টই। এ দুয়ের মাঝে যা কিছু আছে তা হল, ‘মুশতাবিহাত’ বা সন্দেহপূর্ণ (অর্থাৎ হালালও হতে পারে, হারামও হতে পারে)। অনেক মানুষ এ সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান রাখে না। সুতরাং যে শুবুহাত (সন্দেহপূর্ণ বিষয়) এড়িয়ে চলবে, সে তার দ্বীন ও সম্মান নিয়ে নিরাপদে থাকবে। আর যে ওই শুবুহাত তথা সন্দেহপূর্ণ বিষয়ে জড়িয়ে পড়বে, সে হারামে নিপতিত হবে। (সহীহ মুসলিম: ১৫৯৯)

আবু সাইদ খুদরি (রা.) থেকে বর্ণিত,

'এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে বলল, "আমাকে নির্দেশনা দিন।" তিনি বললেন, "তুমি আমাকে তা-ই বললে, ইতিপূর্বে যা আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট বলেছিলাম। আমি তোমাকে তাকওয়া অবলম্বন করার নির্দেশ দিচ্ছি। কেননা, তা প্রত্যেক কল্যাণের মূল।"' (মুসনাদু আহমাদ: ১১৩৬৫)

আব্দুল্লাহ ইবন মাসঊদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

وَإِنْ أَحَدَكُمْ لَنْ يَزَالَ بِخَيْرٍ مَا اتَّقَى اللَّهَ

'তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত কল্যাণের সাথে থাকবে, যতক্ষণ সে আল্লাহকে ভয় করবে।'(সহিহ বুখারি: ২৯৬৪)

## তাকওয়ার ব্যাপারে সালাফদের বক্তব্য

১. সাইয়িদুনা আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু স্বীয় খুতবায় বলতেন-

أوصيكم بتقوى الله

অর্থাৎ 'আমি তোমাদের আল্লাহকে ভয় করার আদেশ দিচ্ছি।'( মুসতাদরাক-হাকিম:৩৪৪৭)

২. আমিরুল মুমিনিন সাইয়িদুনা উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু তার ছেলে আবদুল্লাহ ইবনু উমরের নিকট চিঠি লিখলেন-

أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله عز وجل فإنه من اتقاه ومن أقرضه ومن شكره زاده واجعل التقوى نصب عينيك وجلا قلبك '

হামদ ও সালাতের পর! অবশ্যই আমি তোমাকে আদেশ করছি তুমি আল্লাহকে ভয় করবে। কেননা যে আল্লাহকে ভয় করবে আল্লাহ তাআলা তাকে স্বীয় আজাব থেকে মুক্তি দিবেন। যে তাকে করজ দিবে আল্লাহ তাআলা তাকে প্রতিদান দিবেন। আর যে তাঁর শুকরিয়া আদায় করবে তিনি তার উপর স্বীয় নিয়ামতকে আরো বৃদ্ধি করে দিবেন। আর তুমি তাকওয়াকে নিজের চোখের মধ্যমণি করে রাখ এবং নিজের অন্তরের উজ্জ্বলতা বানিয়ে নাও।( জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম: ১৫১)

৩. সাইয়িদুনা আলি বিন আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু এক ব্যক্তিকে জিহাদি কাফেলার আমির বানিয়ে তাকে উপদেশ দিলেন-

أوصيك بتقوى الله عز وجل لا بد لك من لقياه ولا منتهى لك دونه وهو يملك الدنيا والأخرة

'আমি তোমাকে শুধুমাত্র আল্লাহকে ভয় করার আদেশ দিচ্ছি। কেননা এটি ব্যতীত কোন পথ নেই এবং তাঁর ইচ্ছা ছাড়া তোমার নিঃশেষ হয়ে যাওয়াও অসম্ভব। কেননা তিনিই দুনিয়া ও আখিরাতের মালিক।'

৪. উমর ইবনু আবদুল আজিজ রাহিমাহুল্লাহু এক ব্যক্তিকে উপদেশ দেন-

أوصيك بتقوى الله عز وجل لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها وإياك من المتقين فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل جعلنا الله وإياك من المتقين

'আমি তোমাকে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করার উপদেশ দিচ্ছি। তিনি শুধু সেই আমলগুলোই কবুল করেন যার ভিত্তি তাকওয়ার উপর। তিনি শুধু তাকওয়ার নিয়তের সাথে কৃত আমলের প্রতিদান দেন। এ ব্যাপারে ওয়ায-নসিহত করার মত অনেকেই রয়েছে কিন্তু এর উপর আমল করার মত লোক খুবই কম হবে। আল্লাহ তাআলা আমাকে ও তোমাদেরকে মুত্তাকি বানিয়ে দিন।'

৫. প্রখ্যাত মুহাদ্দিস শু'বা রাহিমাহুল্লাহু বলেন

كنت إذا اردت الخروج قلت للحكم ألك حاجة فقال أوصيك بما أوصى به النبي معاذ بن جبل اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن

'যখন আমি শহরের বাইরে যেতে চাইতাম তখন মদিনার আমিরকে বলতাম, আমাকে কিছু বলে দেন? তখন তিনি আমাকে বলতেন, আমি তোমাকে সেই জিনিসের উপদেশ দিচ্ছি যে জিনিসের উপদেশ নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুআজ ইবনু জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দিয়েছেন। (আর সেটি হল) তুমি যেখানেই থাক না কেন আল্লাহকে ভয় কর এবং গুনাহ সংঘটিত হয়ে গেলে সাথে সাথে নেক কাজ কর। তাহলে গুনাহ মিটে যাবে। আর মানুষের সাথে উত্তম ব্যবহার কর।'

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুআজ ইবনু জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহুকে যখন ইয়ামানে প্রেরণ করেন তখন বলেন-

يا معاذ اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن

"তুমি যেখানেই থাক না কেন আল্লাহকে ভয় করবে। আর গুনাহ সংঘটিত হয়ে গেলে গুনাহের পর সাথে সাথে নেক কাজ করে নিবে তাহলে সেই গুনাহটি মিটে যাবে। আর মানুষের সাথে উত্তম ব্যবহার করবে।'( আস-সুনান, তিরমিজি:১৯৮৭)

হযরত মুআজ ইবনু জাবাল (রা) সেই সম্মানিত সাহাবি যার ব্যাপারে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

أعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل

"আমার উম্মতের মাঝে হালাল-হারামের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী হল মুআজ ইবনু জাবাল।"( আস-সুনান, তিরমিজি: ৩৭৯০)

তারপরেও নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এই উপদেশ দিয়েছেন যে, 'তুমি যেখানেই থাক না কেন আল্লাহকে ভয় কর।' এর দ্বারাই তাকওয়ার ফজিলত অনুমান করা যায়।

সাইয়িদুনা আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

سُئِلَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ما أكثر ما يُدخل الجنة قال التقوى وحسن الخلق وسُئِلَ ما أكثر ما يُدخل النار قال الأجوفان الفم و الفرج

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো, কোন জিনিসের বিনিময়ে বেশীর ভাগ লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে। তিনি বলেন, "তাকওয়া ও সচ্চরিত্রের বিনিময়ে।" তাকে আরো জিজ্ঞাসা করা হলো কোন জিনেসের কারণে অধিকাংশ লোক জাহান্নামে যাবে? তিনি বলেন, "দু'টি অঙ্গ- মুখ ও লজ্জাস্থান।
(ইবনু মাজাহ: ৪২৩৬)

৬. শাইখ আবদুল আজিজ ইবনু বাজ রাহিমাহুল্লাহু মানুষদেরকে প্রকাশ্যে ও গোপনে আল্লাহকে ভয় করার উপদেশ দিয়েছেন। তারপর কুরআনের এই আয়াত নিয়ে আসেন,

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

'হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত, আগামীকালের জন্য সে কি প্রেরণ করেছে তা চিন্তা করা। আল্লাহ তাআলাকে ভয় করতে থাক। তোমরা যা কিছু কর, সে বিষয়ে আল্লাহ সবিশেষ অবগত আছেন'। (সুরা হাশর: ১৮)

৭. আয়িশা রা. মুআবিয়া রা.-এর নিকট প্রেরিত পত্রে লেখেন,

'আমি আপনাকে আল্লাহকে ভয় করে চলার উপদেশ দিচ্ছি। কেননা, যদি আপনি আল্লাহকে ভয় করেন, তবে আল্লাহ আপনার জন্য মানুষের ব্যাপারে যথেষ্ট হবেন। যদি আপনি মানুষদের ভয় করেন, তবে তারা আল্লাহর সামনে আপনার জন্য কিছুই করার ক্ষমতা রাখে না। তাই আপনি তাকওয়া অবলম্বন করুন।' (মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবা: ৩৫৭১৭)

৮. যখন আব্দুল মালিক বিন মারওয়ানের মৃত্যুক্ষণ ঘনিয়ে এল, তিনি তার পুত্রদের একত্র করে বললেন,

'আমি তোমাদের আল্লাহকে ভয় করে চলার নির্দেশ দিচ্ছি। কেননা, তা স্থায়ী রক্ষাকবচ এবং প্রতিরক্ষাকারী ঢাল। এটি অধিক সুরক্ষিত আশ্রয়স্থল। এটি অধিক সুন্দর ভূষণ।' (তারিখু দিমাশক: ৬৩/১৭১)

৯. উমর বিন আব্দুল আজিজ রহ. তাঁর এক সেনাপ্রধানের নিকট প্রেরিত পত্রে লেখেন,

'অতঃপর, আমি তোমাকে আল্লাহকে ভয় করে চলার নির্দেশ দিচ্ছি। তোমাকে নির্দেশ দিচ্ছি তাঁর আনুগত্য করার, তাঁর আদেশ শক্তভাবে ধারণ করার এবং আল্লাহ তোমাকে তাঁর দ্বীনের যে দায়িত্ব দিয়েছেন, তা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরার। তিনি তোমাকে তাঁর হিসাব থেকে রক্ষা করুন। আল্লাহকে ভয় করার মাধ্যমে আল্লাহর অলিগণ তাঁর ক্রোধ থেকে মুক্তি পেয়েছেন। তাকওয়া অবলম্বনের মাধ্যমে তারা আল্লাহর বন্ধুত্ব লাভ করেছেন। এর মাধ্যমেই তারা আম্বিয়া আ.-এর অনুসরণে সমর্থ হয়েছেন। এর মাধ্যমেই তাদের মুখমণ্ডল আনন্দে উজ্জ্বল হয়েছে। এর মাধ্যমেই তারা স্বীয় সৃষ্টিকর্তার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন। এটি দুনিয়াতে ফিতনা থেকে বাঁচার মাধ্যম। এটি কিয়ামতের দিনের বিপদ থেকে উদ্ধারকারী।'
(জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম: ১৬১)

১০. এক ব্যক্তি ইউনুস বিন উবাইদ রহ.-কে বললেন,

আমাকে নির্দেশনা প্রদান করুন। তিনি বললেন, 'আমি তোমাকে আল্লাহকে ভয় করে চলার এবং সদাচরণ করার নির্দেশনা দিচ্ছি। কেননা, আল্লাহ তাআলা তাদের সাথে রয়েছেন, যারা তাকে ভয় করে এবং যারা সদাচরণ করে। (জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম। ১৬১)

১১. আবু উবাইদ আল-কাসিম বিন সাল্লাম রহ. বলেন,

'হাম্মাদ বিন জাইদের নিকট হাদিস শোনার উদ্দেশ্যে আমি বসরায় এলাম। আমি যখন বসরায় এসে পৌঁছি, ততক্ষণে তিনি আর দুনিয়াতে নেই। তখন আমি আব্দুর রহমান বিন মাহদির নিকট আমার কষ্টের কথা ব্যক্ত করলাম। তিনি আমাকে বললেন, "যা তোমার হাতছাড়া হয়েছে, তা যেতে দাও; কিন্তু তাকওয়া যেন কোনোভাবেই তোমার হাতছাড়া না হয়।" (আর-রিহলাতু ফি তালাবিল হাদিস: ১৭৯)

আমাদের জন্য অত্যাবশ্যক হল, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে ভয় করা অর্থা' তাকওয়া অবলম্বন করা। আর আল্লাহ তাআলার তাকওয়া-ই হল তাঁর ইবাদত; যা

অর্জিত হয় তাঁর বিধানাবলী ও হুকুম-আহকাম পালন করার মাধ্যমে এবং তার নিষেধাবলী থেকে বেঁচে থাকার মাধ্যমে।

## তাকওয়া অর্জনের উপায়

তাকওয়া বিষয়ে কুরআনুল কারীমে এত বেশি উল্লেখ রয়েছে যে আলিমগণ বলেছেন, তাকওয়া হল কুরআনুল কারীমের অক্ষের ন্যায়, যাকে কেন্দ্র করে কুরআনের আয়াতসমূহ আবর্তিত হয়। তাকওয়া এমন এক গুণ যা থেকেই অন্যান্য সকল গুণ উৎসারিত হয়। তাকওয়া অর্জনের অনেক উপায় রয়েছে যেগুলো অবলম্বনের দ্বারা আমরা তাকওয়ার গুণে গুণান্বিত হতে পারি।

**১. আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা**

তাকওয়ার মত মহৎ এ ভূষণ অর্জনের জন্য আল্লাহর কাছে বেশি বেশি দু'আ করতে হবে। নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে তাকওয়া অর্জনের দু'আ শিখিয়েছেন।

اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى، وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى

'হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট হিদায়াত, তাকওয়া, চারিত্রিক নিষ্কলুষতা ও ধনাঢ্যতা প্রার্থনা করছি।' (সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ২৭২১)

اللهم آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا،

'হে আল্লাহ, আমার নফসকে তার উপযুক্ত তাকওয়া দান করুন এবং তাকে পরিশুদ্ধ করুন। আপনিই তো সর্বোত্তম পরিশুদ্ধকারী। আপনিই তার অভিভাবক ও দায়িত্বশীল।' (সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ২৭২২)

**২. নিয়ত পরিশুদ্ধ করা**

প্রত্যেক কাজ করার আগে আমাদের নিয়তকে পরিশুদ্ধ করে নিতে হবে। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই যখন আমরা কাজ করব তখন আমাদের অন্তরে তাকওয়া বৃদ্ধি পেতে থাকবে। আওন বিন আব্দুল্লাহ রহ. বলেন,

'উত্তম নিয়ত তাকওয়ার চাবিকাঠি।'
(হিলইয়াতুল আউলিয়া: ৪/২৫০)

**৩. আল্লাহর প্রতি ও তাকদীরের ভালো মন্দ ফায়সালার প্রতি ইমান আনা**

তাকদীরের ভালো মন্দের ফায়সালার প্রতি ইমান আনার মাধ্যমে তাকওয়া অর্জিত হয়।

**৪. ধৈর্য্যধারণ করা**

আওন বিন আব্দুল্লাহ রহ. বলেন,

'তাকওয়ার মূল হলো ধৈর্যধারণ করা।'
(হিলইয়াতুল আউলিয়া। ৪/২৪৫)

**৫. আত্মসমালোচনা করা**

মাইমুন বিন মিহরান রহ. বলেন:
'কোনো ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত মুত্তাকি হতে পারবে না, যতক্ষণ না কে নিজের সাথির সমালোচনা করার চেয়েও নিজের সমালোচনা বেশি করবে। সে ততক্ষণ পর্যন্ত মুত্তাকি হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে জেনে নেবে যে, কোথা থেকে আসে তার খাবার? কোথা থেকে আসে তার পোশাক? কোথা থেকে আসে তার পানীয়? সেটা কী হালাল উৎস থেকে আসে নাকি হারাম উৎস থেকে?'
(হিলইয়াতুল আউলিয়া: ৪/৮৯)

হারিস বিন আসাদ মুহাসিবি রহ. বলেন,

'তাকওয়ার মূল হচ্ছে আত্মসমালোচনা।'
(বিলইয়াতুল আউলিয়া: ১০/৭৬)

**৬. ইলম অর্জন করা**

ইলম অর্জনের দ্বারা হালাল হারাম সুস্পষ্ট হয়ে যায়। মানুষ এ কথা জানতে পারবে যে হারাম ভক্ষণ ও কাজের মধ্যে কি ক্ষতি রয়েছে, হারামের মধ্যে কতটা কষ্ট ও যন্ত্রণা রয়েছে তা জানতে পারবে। মানুষ জানতে পারবে হারাম কর্ম ও ভক্ষণের কারণে পূর্ববর্তীদের কী শাস্তি হয়েছে। তাই, যথাযথ জ্ঞান থাকলে হারাম থেকে বেঁচে থাকা সহজ হবে। হারাম থেকে বেঁচে থাকার দ্বারা অন্তরে তাকওয়া বৃদ্ধি পেতে থাকে।

সিন্দি রহ. বলেন,
'ইলমের ফলাফল হলো তাকওয়া।'
(হাশিয়াতুস সিন্দি আলা সুনামিন নাসায়ি ৮/৩৩৬)

**৭. লজ্জাকে সঙ্গে নিয়ে চলা**

সুফইয়ান বিন উয়াইনা রহ. বলেন,

'তাকওয়ার সবচেয়ে হালকা পর্যায় হলো লজ্জা। কোনো বান্দা তার রবকে ততক্ষণ পর্যন্ত ভয় করতে পারে না, যতক্ষণ না সে তাঁকে লজ্জা পাবে। লজ্জা ব্যতীত কোনো মুত্তাকি তাকওয়া অর্জন করতে পেরেছে কি?'
(ফাইজুল কাদির: ১/৪৮৭)

**৮. সুস্থ ও অভাব অবস্থায় সদকা করা**

আতা রহ. বলেন, 'যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা সুস্থ অবস্থায় উপভোগের আশা করতে থাকবে, অভাব থাকা অবস্থায় দারিদ্র্যের ভয়ে দান করা থেকে বিরত থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা দ্বীন ও তাকওয়ার মর্যাদা অর্জন করতে পারবে না'
(তাফসিরুল কুরতুবি: ৪/১২৮)

**৯. সিয়াম পালন করা**

সিয়ামরত অবস্থায় সংযম অবলম্বন করা হয়। যখন মানুষ সিয়াম পালন করে তখন সে নিজেই নিজের প্রবৃত্তিকে লাগাম পড়িয়ে রাখে যা তাকে তাকওয়ার পথে পরিচালিত করে।

তাহির বিন আশুর রহ. বলেন,

'সিয়াম হলো তাকওয়ার উৎসমূলের প্রাচীন ও চিরস্থায়ী একটি উৎস।
(আত-তাহরির ওয়াত তানবির: ৫১৬)

**১০. হালাল ভক্ষণ করা**

মুবারকপুরি রহ. বলেন,

'হালাল ভক্ষণ করা সমস্ত তাকওয়ার মূল।'
(তুহফাতুল আহওয়াজি: ৬/১২০)

## তাকওয়ার কিছু আলামত

কিছু আলামতের দ্বারা বান্দা নিজেকে চিনতে পারবে সে কি খোদাভীরুদের অন্তর্ভুক্ত নাকি গুনাহগারদের দলভুক্ত।

**১. জিহ্বায় আল্লাহভীতি প্রকাশ পাওয়া**

সে মিথ্যা, গিবত ও অহেতুক কথাবার্তা ইত্যাদি থেকে বিরত থাকে এবং জিহ্বাকে আল্লাহর জিকির, কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত ও ইলমি আলোচনায় মাশগুল রাখে।

**২. অন্তর সম্পর্কিত বিষয়ের ব্যাপারে ভয় করা**

তার অন্তর থেকে শত্রুতা, হিংসা-বিদ্বেষ ইত্যাদি বিদায় নেয় এবং তাতে কল্যাণকামিতা ও মুসলিমদের প্রতি সহমর্মিতা জায়গা করে নেয়।

**৩. পেট সম্পর্কিত বিষয়ে ভয় পাওয়া**

সে হালাল ব্যতীত অন্য কোনো খাবার গ্রহণ করে না এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত খায় না।

**৪. দৃষ্টি সম্পর্কিত বিষয়ে ভয় পাওয়া**

সে নিষিদ্ধ বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত করে না এবং আগ্রহের চোখ দিয়ে দুনিয়াকে দেখে না। বরং শিক্ষা গ্রহণ করার দৃষ্টি নিয়ে দুনিয়াকে দেখে।

**৫. পাপ সম্পর্কিত বিষয়ে ভয় পাওয়া**

সে গুনাহের দিকে পা বাড়ায় না। মুত্তাকী ব্যক্তি গুনাহ থেকে বিরত থাকতে সর্বদা সচেষ্ট থাকে।

**৬. হাতসম্পর্কিত বিষয়ে ভয় পাওয়া**

সে হারামের দিকে হাত প্রসারিত করে না। সে কেবল আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদতের দিকেই হাত বাড়ায়।

**৭. ইবাদতের ব্যাপারে ভয় পাওয়া**

সে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ইবাদত করে। কৃত্রিমতা ও কপটতা থেকে বিরত থাকে।

এইসব আলামত যাদের মধ্যে পাওয়া যাবে তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন,

وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ

অর্থ: আর পরকাল আপনার পালনকর্তার কাছে তাদের জন্যই, যারা ভয় করে। (সুরা আজ-জুখরুফ: ৩৫)

# তাকওয়া অবলম্বনের ঘটনা

১. সাহাবায়ে কেরামের জীবন ছিল তাকওয়ার জীবন। হারাম জিনিস থেকে সতর্ক থাকার অসংখ্য ঘটনা রয়েছে তাঁদের জীবনে। আবু বকর রা.-এর ঘটনা আমরা অনেকেই জানি। আয়েশা রা. বলেন-

كَانَ لِأَبِي بَكْرٍ غُلاَمٌ يُخْرِجُ لَهُ الخَرَاجَ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَأْكُلُ مِنْ خَرَاجِهِ، فَجَاءَ يَوْمًا بِشَيْءٍ فَأَكَلَ مِنْهُ أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ لَهُ الغُلاَمُ :أَتَدْرِي مَا هَذَا؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ :وَمَا هُوَ؟ قَالَ :كُنْتُ تَكَهَّنْتُ لِإِنْسَانٍ فِي الجَاهِلِيَّةِ، وَمَا أُحْسِنُ الكِهَانَةَ، إِلَّا أَنِّي خَدَعْتُهُ، فَلَقِيَنِي فَأَعْطَانِي بِذَلِكَ، فَهَذَا الَّذِي أَكَلْتَ مِنْهُ، فَأَدْخَلَ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ، فَقَاءَ كُلَّ شَيْءٍ فِي بَطْنِهِ.

আবু বকর রা.-এর একজন গোলাম ছিল। সে তার উপার্জনের একটি অংশ আবু বকর রা.-কে দিত। আবু বকর রা. তা খেতেন। একদিন সে কিছু (খাবার) নিয়ে এল। আবু বকর রা. তা থেকে কিছু খেলেন। তখন সে বলল, আপনার কি জানা আছে, এই খাবার আমি কীভাবে লাভ করেছি? আবু বকর রা. জানতে চাইলে সে বলল, জাহেলী যুগে আমি এক ব্যক্তির জন্য গণকের কাজ করেছিলাম। (অর্থাৎ গণকের মত ভবিষ্যতের বিষয় বলেছিলাম।) আমি তো গণকের কাজ পারি না; (তার কাছে গণক সেজেছিলাম) তাকে ধোঁকা দিয়েছিলাম। আজ তার সাথে দেখা হলে সে তার বিনিময়ে এ খাবার দিয়েছে। একথা শোনার সাথে সাথে আবু বকর রা. তার গলার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিলেন এবং যা খেয়েছিলেন বমি করে সব বের করে দিলেন। (সহীহ বুখারী: ৩৮৪২; শুআবুল ঈমান, বায়হাকী: ৫৩৮৬)

পরবর্তীতে তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ীগণ, দূর এবং নিকট অতীতের সালাফে সালেহীন সকলেই ছিলেন মুত্তাকী, হারাম থেকে কঠোর সতর্কতা অবলম্বনকারী। তাঁদের জীবনের সবটুকুই ছিল তাকওয়ায় ভরপুর। তাঁদের তাকওয়ার এমন এত অসংখ্য ঘটনা রয়েছে, যেগুলোর উপর স্বতন্ত্র কিতাবও রচিত হয়েছে। যেমন, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহ.-এর 'কিতাবুল ওয়ারা'।

২. ইমাম নববী রাহ. তাঁর 'তাহযীবুল আসমা' কিতাবে একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। শাফেয়ী মাযহাবের বড় শায়েখ, 'আলমুহাযযাব ফিল মাযহাব' কিতাবের লেখক ইমাম আবু ইসহাক আশশীরাযী রাহ. ছিলেন খুবই দরিদ্র। কিন্তু সততা এবং তাকওয়ায় পাহাড়-কঠিন। একদিন তিনি মসজিদে প্রবেশ করলেন কিছু খেতে। বের হওয়ার সময় ভুলে এক দীনার

ফেলে আসলেন। কিছুদূর গিয়ে তার মনে পড়ল, তিনি মসজিদে এক দীনার ফেলে এসেছেন। তখন তিনি আবার মসজিদে গেলেন এবং তার দীনারটি পেয়েও গেলেন। কিন্তু তখনই তাঁর হালত পাল্টে গেল। তিনি মনে মনে ভাবলেন, কতজনের দীনারই তো এখানে পড়ে থাকতে পারে। এটা যদি আমার না হয়!

এটা তারই ফেলে যাওয়া দীনার- এটাই স্বাভাবিক; কিন্তু যদি না হয়! হারামের এ সামান্য সন্দেহে তা আর নিলেন না। কারণ, হারাম পেটে যাবে, এটা তো মানা যায় না। তাই দীনারটি তিনি স্পর্শ করলেন না। ফিরে গেলেন। সুবহানাল্লাহ! কত কঠিন সতর্কতা। অথচ তাঁর অবস্থা এমন ছিল যে, একটি দীনার ছিল তাঁর জন্য অনেক বড় কিছু। ( তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত ২/১৭৩)

৩. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) আল্লাহর ভয়ে অনেক বেশি কাঁদতেন। কাঁদতে কাঁদতে তার চোখ অন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

একবার এক ব্যক্তি তাকে দেখলেন, তিনি নামাজে কাঁদছেন। নামাজের পরে তিনি ঐ ব্যক্তিকে বললেন, 'দেখো, এই সূর্যও আল্লাহর ভয়ে কাঁদে। তোমরাও কাঁদো।"

আরও বর্ণিত আছে, আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. মাকামে ইবরাহীমের কাছে নামাজ পড়ছিলেন (আর কাঁদছিলেন), তখন আকাশে চাঁদ ডুবে যায় যায়। এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলেন। নামাজ শেষ করে তিনি তাকে বললেন, 'ভাতিজা, আমার কাঁদা দেখে অবাক হচ্ছ? আল্লাহর ভয়ে এই চাঁদও কাঁদে। ( মুখতাসারু কিয়ামিল লাইল)

কুরআন মাজীদের বিভিন্ন আয়াতে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে, আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের জীবনীতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ভয় প্রসঙ্গে এত অসংখ্য বিষয় ও ঘটনা উল্লেখিত হয়েছে যে, সবগুলো উল্লেখ করা অসম্ভব। তবে সংক্ষেপে শুধু এতটুকু বলা যায়, দ্বীনের যাবতীয় পূর্ণতা ও সৌন্দর্যের সিঁড়ি হলো আল্লাহর ভয়। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'হেকমতের মূল হলো আল্লাহর ভয়।'

# উপসংহার

তাকওয়ার এত বড় বড় আজর ও পুরস্কার এবং মহামনীষীগণের তাকওয়ার প্রতি এত ইহতিমাম দেখে আমরাও উদ্বুদ্ধ হই তাকওয়া অবলম্বন করতে, মুত্তাকী হতে। তাহলে আমাকে সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ভয় করতে হবে। হারাম থেকে এবং সন্দেহজনক বিষয় থেকে বেঁচে থাকতে হবে। গোনাহ থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

চারিদিকে এখন হারামের ছড়াছড়ি। এমনকি আমাদের অনেক খাবারেও এখন হারাম মিশ্রিত হওয়ার খবর শোনা যায়। সুতরাং আমরা সতর্ক ও সচেতন হব। যাচাই-বাছাই করে খাওয়ার অভ্যাস করব। আল্লাহকে ভয় করব।

মোটকথা, সর্বাবস্থায় আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে হারাম থেকে বেঁচে থাকা এবং তাঁর হুকুম-আহকাম মেনে চলা- এরই নাম তাকওয়া। সুস্পষ্ট হারাম কী কী তা তো আমরা একটু অধ্যয়ন করলেই জানতে পারি। কিন্তু যেগুলো স্পষ্ট নয়, সেগুলোর ক্ষেত্রে আমরা মুফতীগণের শরণাপন্ন হব এবং নিজের বুঝবুদ্ধি ব্যবহার করব। মহান আল্লাহ আমাদেরকে তাকওয়াবানদের অন্তর্ভুক্ত করুন এবং প্রকৃতার্থেই তাকে ভয় করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

ওয়া আখিরু দা'ওয়ানা আনিল হামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন।।

## সূত্র:

১. মাসিক আল কাউসার- তাকওয়া এক মহিমান্বিত গুণ- https://www.alkawsar.com/bn/article/2670/

২. বই- তাকওয়া মুমিনের শ্রেষ্ঠ অবলম্বন

৩. মাসিক আক কাউসার- আল কুরআনের দৃষ্টিতে মুত্তাকীর পরিচয়- https://www.alkawsar.com/bn/article/3155/

৪.তাকওয়ার সুফল- https://m.dailyinqilab.com/article/547794/

৫. বই-ফাযায়েলে আমাল

৬.https://dailyinqilab.com/islam-peace-prosperity/article/673572

৭. https://youtu.be/7iqKTb6_K2g?feature=shared